গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১

গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডারকে বিস্ফোরক হিসাবে ঘোষনা সংক্রান্ত অত্র মন্ত্রনালয়ের ৮ই অক্টোবর, ১৯৮৯/১৮ই আশ্বিন,১৩৯৬ তারিখের এস, আর, ও ৩৩৯-আইন/৮৯ নং প্রজ্ঞাপনসহ পঠিতব্য Explosives Act,1884 (IV of 1884) এর section 5,7,9(4) এবং 9A তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরুপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন যাহার প্রাক প্রকাশনা উক্ত Act এর section 18 এর বিধান মোতাবেক করা হইয়াছিল ঃ

বিধিমালা

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা** - এই বিধিমালা গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা,১৯৯১ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা** - বিষয় বা প্রসংঙ্গেও পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) "অ্যাক্ট" অর্থ Explosives Act,1884 (IV of 1884);

(খ) "উদস্থিতি পরীক্ষন" অর্থ কোন সিলিন্ডারের পরীক্ষা চাপের সমপরিমান জলচাপ প্রয়োগ করিয়া উক্ত সিলিন্ডারের যে পরীক্ষা করা হয় সেই পরীক্ষা ;

(গ) "উদস্থিতি প্রসারণ পরীক্ষণ" অর্থ উদস্থিতি পরীক্ষণের মাধ্যমে কোন সিলিন্ডারের স্থায়ী প্রসারণ নির্ণয় করা;

(ঘ) "কার্যচাপ" অর্থ,-

(অ) তরলযোগ্য গ্যাসের ক্ষেত্রে,গ্যাস তরলীকৃত হওয়ার পর উক্ত তরল হইতে সৃষ্ট সম্পৃক্ত বাস্প (Saturatcd vapour) কর্তৃক, ৬৫ সেঃ তাপমাত্রায়, সিলিন্ডারে প্রযুক্ত চাপ এবং;

(আ) স্থায়ী গ্যাসের ক্ষেত্রে, উক্ত গ্যাস কর্তৃক ১৫ সেঃ তাপমাত্রায়, সিলিন্ডারে প্রযুক্ত চাপ;

(ঙ) "গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার" অর্থ এমন সিলিন্ডারে যাহাতে স্থায়ী গ্যাস, তরলযোগ্য গ্যাস বা দ্রবীভূত গ্যাস এইরুপ ভর্তি করা হইয়াছে যে, গ্যাস পূর্ণ অবস্থায় উক্ত সিলিন্ডারের অভ্যন্তর ভাগের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে উক্ত গ্যাস, ৫০° সেঃ তাপমাত্রায়, গজের মাপে অন্যূন ২ কিলোগ্রাম চাপ প্রয়োগ করে;

(চ) "গ্যাস ভর্তি করা" অর্থ কোন সিলিন্ডারে এমনভাবে স্থায়ী গ্যাস, তরলযোগ্য গ্যাস বা দ্রবীভূত গ্যাস ভর্তি করা যাহাতে উক্ত গ্যাস ভর্তির সময় সিলিন্ডারের অভ্যন্তর ভাগের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে, ৫০° সেঃ তাপমাত্রায়, গেজের মাপে অন্যূন ২ কিলোগ্রাম চাপ প্রয়োগ করে ;

(ছ) "গ্যাস ভর্তি করা" বা "সিলিন্ডার" অর্থ অন্যূন ৫০০ মিলিমিটার কিন্তু অনুর্ধ ১০০০ লিটার জল ধারনক্ষমতা সম্পন্ন কোন আবদ্ধ ধাতব আধার যাহা গ্যাস মজুদ বা পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হয়;

(জ) "জলধারণ ক্ষমতা" অর্থ ১৫ সেঃ তাপমাত্রায় লিটারের হিসাবে জলধারণ ক্ষমতা;

(ঝ) "টেয়ার ওজন" অর্থ-

(অ) দ্রবীভূত এ্যাসিটিলিন সিলিন্ডার -এর ক্ষেত্রে, সিলিন্ডারের সহিত স্থায়ীভাবে সংযুক্ত আনুসংগিক যন্ত্র সমূহ, ভালভ, সেফটি রিলিফ ব্যবস্থা, ছিদ্রময় পদার্থ (porous mass) এ্যাসিটিলিন দ্রবীভূত করার জন্য

প্রয়োজনীয় পরিমাণ দ্রাবক এবং বায়ু মন্ডলীয় চাপে ১৫ সেঃ তাপ মাত্রায় সংশ্লিষ্ট দ্রাবককে সম্পৃক্ত করিতে পারে এমন এ্যাসিটিলিন গ্যাসের ওজনসহ এ্যাসিটিলিন সিলিন্ডারের ওজন;

(আ) তরলযোগ্য গ্যাসের সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে, সিলিন্ডারের সহিত স্থায়ীভাবে সংলগ্ন যন্ত্র বা ফিটিংস ও ভালভের ওজনসহ সিলিন্ডারের ওজন;

(ই) স্থায়ী গ্যাসের সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে, সিলিন্ডারের সহিত স্বায়ীভাবে সংযুক্ত যন্ত্রপাতি বা ফিটিংস এর ওজনসহ সিলিন্ডারের ওজন;

(ঞ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালায় কোন তফসিল;

(ট) "তরলযোগ্য গ্যাস" অর্থ সেই গ্যাস যাহা (-) ১০° সেঃ বা তদূর্ধ তাপমাত্রায় চাপ প্রয়োগের ফলে তরলে পরিণত হয় এবং ৩০° সেঃ তাপমাত্রায় স্বাভাবিক বায়ুমন্ডলীয় চাপে (৭৬০ মিঃ মিঃ মার্কারী) সম্পূর্নভাবে বাস্পে পরিণত হয়;

(ঠ) "ধারা" অর্থ অ্যাক্টের কোন section

(ড) "নিরপেক্ষ পরিদর্শসকারী" অর্থ এই বিধিমালায় উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক নিরপেক্ষ পরিদর্শনকারী বলিয়া স্বীকৃত কোন ব্যক্তি বা সংস্থা, তবে সিলিন্ডার নির্মাতা অথবা তাহার অধীনস্থ কোন ব্যক্তি বা সংস্থা ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবেন না;

(ঢ) "পরীক্ষা চাপ" অর্থ উদস্থিতি পরীক্ষন বা উদস্থিতি প্রসারণ পরীক্ষনে প্রযুক্ত চাপ।

(ণ) " পূরণ অনুপাত" অর্থ ১৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় কোন সিলিন্ডারে যে পরিমাণ তরলযোগ্য গ্যাস পূরণ করা যায় সেই পরিমাণ গ্যাসের ওজন ও উক্ত তাপমাত্রায় উক্ত সিলিন্ডারে যে পরিমাণ পানি রাখা যায় সেই পরিমান পানির ওজনের অনুপাত;

(ত) "প্রজ্বলনীয় গ্যাস" অর্থ এমন গ্যাস যাহা বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইলে এবং উক্ত মিশ্রনটি একটি প্রজ্বলনীয় (flammable) পদার্থে পরিনত হয়;

(থ) "প্রধান পরিদর্শক" অর্থ Chief Inspector of Explosives in Bangladesh;

(দ) "ফরম" অর্থ তফসিল ১ এ বিধৃত কোন ফরমে;

(ধ) "বিষাক্ত গ্যাস" অর্থ এমন গ্যাস যাহা মানুষের শরীরে প্রবেশ করিলে বা মানুষের শরীরের ত্বকের সংস্পর্শে আসিলে মানুষের মৃত্যু ঘটাইতে বা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে;

(ন) "ব্যক্তি" বলিতে কোন ব্যক্তিসংঘ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থাও উহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(প) " লাইসেন্স" অর্থ বিধি ৪৩(৫) এর অধীনে প্রদত্ত কোন লাইসেন্স;

(ফ) " ষ্টান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন" অর্থ বৃটিশ ষ্টান্ডার্ডস ইন্সটিটিউশন বা এই বিধিমালার উদ্দেশ্যে পুরনকল্পে, প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক স্বীকৃত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত স্পেসিফিকেশন;

(ব) "স্থায়ী গ্যাস" অর্থ এইরুপ গ্যাস যাহাকে (-) ১০° সেন্টিগ্রেডের অধিক তাপমাত্রায় কোন চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে তরলে পরিনত করা যায় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাধারণ নিয়মাবলী

৩। **সিলিন্ডার নির্মাণ**।- (১) প্রধান পরিদর্শকের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি সিলিন্ডার, ভাল্‌ভ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যন্ত্রাংশ নির্মাণ করিতে পারিবেন না।

(১ক)প্রধান পরিদর্শক তৎকর্তৃক অনুমোদিতব্য সিলিন্ডারের ধরন এবং স্বীকৃত স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশনের তালিকা সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা জানাইয়া দিবেন।

(২) সিলিন্ডার, ভাল্‌ভ ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ নির্মাণ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি তফসিল-১ এ বিধৃত ফরম 'ক' যথাযথভাবে পূরণ করিয়া ও প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজাদিসহ উহা প্রধান পরিদর্শকের নিকট দাখিল করিবেন।

(৩) উপ-বিধি(২) এর অধীন দাখিলকৃত দরখাস্ত বিবেচনার সুবিধার্থে প্রধান পরিদর্শক দরখাস্তকারীর নিকট যে কোন তথ্য বা কাগজপত্র তলব করিতে পারিবেন এবং দরখাস্তটি বিবেচনান্তে অনুমোদনযোগ্য মনে করিলে উহা তাহার বিবেচনায় যথাযথ শর্তাধীনে অনুমোদন করিয়া দরখাস্তকারীকে একটি অনুমোদন পত্র প্রদান করিবেন।

(৪) সিলিণ্ডার বা ভাল্‌ভ বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যন্ত্রাংশ নির্মাণের অনুমতি লাভের জন্য নিম্নোক্ত ফি প্রদান করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) সিলিণ্ডার নির্মাণের জন্য ১০,০০০ টাকা; এবং

(খ) ভালভ নির্মানের জন্য ১,০০০ টাকা।

৪। **সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি ইত্যাদি**।- কোন ব্যক্তি কোন গ্যাস দ্বারা সিলিন্ডার ভর্তি করিবেন না, এইরুপ গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার অথবা গ্যাস ভর্তি করিবার উদ্দেশ্যে কোন খালি সিলিন্ডার আমদানী বা পরিবহন করিবেন না, বা তাহার অধিকারে রাখিবেন না, যদি না-

(ক) এইরুপ সিলিন্ডার এবং উহার ভাল্‌ভ প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত ধরনের এবং তৎকর্তৃক স্বীকৃত স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী তৈরী হইয়া থাকে।

(খ) নিরপেক্ষ পরিদর্শককারী প্রয়োজনীয় পরিদর্শন ও পরীক্ষার পর উক্ত সিলিন্ডার ও ভাল্‌ভ, সম্পর্কে তফসিল-২এ উল্লেখিত তথ্যাদি সম্বলিত একটি প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করেন।

৫। **ভালভ** ।- (১) প্রত্যেকটি সিলিন্ডারে একটি কার্যোপযোগী ভাল্‌ভ সংযুক্ত থাকিবে যাহা প্রাসংঙ্গিক স্টান্ডার্ড স্পেসিফিকেশনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে।

(২) কার্বন-ডাই-অক্সাইড সিলিন্ডারের ভাল্‌ভের সহিত বিধি ৬ এ উল্লিখিত ধরনের একটি সেফটি রিলিফ ব্যবস্থা সংযুক্ত থাকিবে যাহা প্রতি সেন্টিমিটাওে ২০০ কিলোগ্রাম (কেজি) চাপে ফাটিয়া যাইবে।

(৩) প্রজ্বলনীয় গ্যাস সিলিন্ডার ভালভের নির্গমন পথের সহিত এইরুপ একটি প্যাচকাট স্ক্রু সংযুক্ত থাকিবে যাহা বাম দিকে ঘুরাইয়া আঁটা যায়।

(৪) প্রজ্বলনীয় গ্যাস সিলিন্ডার ব্যতীত অন্যান্য সিলিন্ডারের ভালভের নির্গমন পথে এইরুপ একটি প্যাঁচকাটা স্ক্রু থাকিবে যাহা ডান দিকে ঘুরাইয়া আঁটা যায়।

(৫) ভালভটি সিলিন্ডারের গলায় প্যাঁচ দিয়া এইরুপ আটকান থাকিবে, যেন উহা সিলিন্ডারের সহিত স্থায়ীভাবে সংযুক্ত না থাকে, প্রয়োজনের সময় খোলা যায় এবং উহাকে সিলিন্ডারের সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য উহাদের মধ্যবর্তী স্থানে অন্য কোন পদার্থ লাগান না হয়।

(৬) স্পেন্ডেল চালিত ভালভ এইরুপ হইবে যেন ভালভটি সিলিন্ডারের সহিত সংযুক্ত অবস্থায় চালু থাকিলে উক্ত স্পেন্ডেল ভালভ হইতে আলাদা করা না যায়।

৬। **সেফটি রিলিফ ব্যবস্থা**।- (১) কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস সিলিন্ডারের ভালভের সহিত কোমল (soft) তামার পাতের তৈরি এমন একটি সেফটি রিলিফ ব্যবস্থা সংযুক্ত থাকিবে যাহা প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে ২০০ কেজি চাপে ফাটিয়া যায়।

(২) বিধি ১৫ এর বিধান সাপেক্ষে প্রস্তুতকারীর সুপারিশ অনুসারে সেফটি রিলিফ ব্যবস্থার রক্ষনাবেক্ষন করিতে হইবে।

(৩) উৎপাত সৃষ্টিকারী বা বিষাক্ত গ্যাসের সিলিন্ডারে কোন সেফটি রিলিফ ব্যবস্থা থাকিবে না।

৭। **সিলিন্ডারে বিভিন্ন তথ্য লিখন ইত্যাদি** ।- (১) স্থায়ী বা তরলযোগ্য গ্যাস ভর্তির জন্য ব্যবহার্য্য সিলিন্ডারে, এই বিধির অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, নিম্নবর্নিত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ থাকিবে, যথাঃ-

(ক) সিলিন্ডারের প্রস্তুতকারী ও নিরপেক্ষ পরিদর্শনকারীর নাম নির্দেশক চিহ্ন বা সংক্ষিপ্ত নাম ও সিলিন্ডারের নম্বর (rotation numbe);

(খ) যে স্টান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন অনুসারে সিলিন্ডার প্রস্তুত করা হইয়াছে উহার নাম ও নম্বর;

(গ) সিলিন্ডার প্রস্তুত করার সময় বা মেরামতের পর তাপ প্রয়োগের প্রকৃতি নির্দেশক প্রতীক;

(ঘ) যে স্থানে পরীক্ষা করা হয় সেই পরীক্ষা স্থানের নাম প্রয়োগের প্রকৃতি;

(ঙ) উদস্থিতি (hydrostatic) পরীক্ষা বা উদস্থিতি প্রসারন পরীক্ষা, যখন যেটি করা হয়, উহার তারিখ;

(চ) কার্যচাপ (working pressure) এবং পরীক্ষন চাপ (test pressure);

(ছ) গ্যাস ভর্তির পূর্বে সিলিন্ডারের ওজন;

(জ) জল ধারন ক্ষমতা।

(২) উপ-বিধি(১) এ উল্লেখিত তথ্যাদি সিলিন্ডারের সহজে দৃশ্যমান কোন অংশে সুস্পষ্ট ও স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সীল লাগান, খোদাই করা বা অন্য কোন উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা যাইতে পারেঃ

তবে শর্ত থাকে যে উক্তরুপ কোন পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে সিলিন্ডারের ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকিলে সংশ্লিষ্ট তথ্য ভালভের নীচে সিলিন্ডারের গলায় একটি ধাতব আংটার উপরে লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, সিলিন্ডার প্রস্তুতকারীর নাম সিলিন্ডারের তলদেশেও লেখা যাইতে পারে।

৮। **ভালভের চিহ্ন**।- ভালভে ছাপ মারিয়া খোদাই করিয়া বা অনুরুপ অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া স্পষ্ট ও স্থায়ীভাবে নিম্নবর্নিত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) যে স্টান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন অনুসারে ভালভ প্রস্তুত করা হইয়াছে উহার নাম ও নম্বর;

(খ) যে স্থানে উহা প্রস্তুত করা হইয়াছে উহার নাম ও প্রস্তুত করার বৎসর;

(গ) প্রস্তুতকারীর প্রতীক বা সংক্ষিপ্ত নাম ;

(ঘ) কার্য চাপ;

(ঙ) যে গ্যাসের জন্য ভালভ ব্যবহার করা যাইবে সেই গ্যাসের নাম বা রাসায়নিক প্রতীক;

(চ) ভালভের নির্গমন পথে প্যাঁচ কাটা স্ক্রু কোন দিকে ঘুরাইয়া আঁটা যায় তাহা নির্দেশক চিহ্ন;

(ছ) নিরপেক্ষ পরিদর্শনকারীর নাম বা প্রতীক;

(জ) সিলিন্ডারের ডিপ পাইপ (dip pipe) সংযুক্ত থাকিলে সিলিন্ডার ও ভালভের মধ্যবর্তী স্থানে একটি আলাদা ধাতব আংটায় উক্ত পাইপ সংযুক্তির নির্দেশক চিহ্ন ও পাইপের দৈর্ঘ্য।

৯। চিহ্ন ইত্যাদিও তালিকাভুক্তি।- সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তিও পূর্বেই বিধি ৭ ও ৮ এ উল্লিখিত প্রতীক, চিহ্ন ও সংক্ষিপ্ত নাম প্রধান পরিদর্শকের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং তিনি এইরুপ চিহ্ন, নাম ও প্রতীকের একটি তালিকা সংরক্ষন করিবেন।

১০। সনাক্তকরন রং।- (১) কোন সিলিন্ডার বৃটিশ স্টান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন নং ৩৪৯ বা ১৩১৯, যাহা প্রযোজ্য হয়, অনুসাওে সনাক্তকরন রংগে রঞ্জিত না থাকিলে উহাতে গ্যাস ভর্তি করা যাইবে না।

(২) কোন গ্যাস ও গ্যাস মিশ্রনের ক্ষেত্রে উপ-বিধি(১) এ উল্লিখিত সনাক্তকরন রং প্রযোজ্য না হইলে, সিলিন্ডারটি নিম্ন টেবিলে উল্লিখিত রংগে রঞ্জিত হইবেঃ-

টেবিল

সিলিন্ডারের ভর্তিযোগ্য গ্যাসের প্রকৃতি	সিলিন্ডারের গায়ের রং	সিলিন্ডারের গলার প্রান্তে অবস্থিতি বন্ধনীর রং
১	২	৩
অপ্রজ্বলনীয় ও অবিষাক্ত	সাদা	
অপ্রজ্বলনীয় কিন্তু বিষাক্ত	সাদা	হলুদ
প্রজ্বলনীয় কিন্তু তরলীকৃত	..	..
পেট্রোলিয়াম গ্যাস ছাড়া অন্য কোন অবিষাক্ত গ্যাস	সাদা	লাল
প্রজ্বলনীয় ও বিষাক্ত	সাদা	লাল ও হলুদ

(৩) কোন ব্যক্তি এমন কিছু করিবেন না যাহার দ্বারা গ্যাসপূর্ন কোন সিলিন্ডারের রং পরিবর্তিত বা নষ্ট হয়ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সিলিন্ডারের মেরামত কার্য বা উহাতে ভর্তিযোগ্য গ্যাসের প্রকৃতির পরিবর্তনের ফলে উহার রং প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করা যাইতে পারে।

১১। সিলিন্ডারের লেবেল।- (১) প্রত্যেক সিলিন্ডারে সুস্পষ্টভাবে এবং সিলিন্ডারের সহজে দৃশ্যমান স্থানে গ্যাস ভর্তিকারী ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও গ্যাসের নাম এবং গ্যাস বিষাক্ত বা প্রজ্বলনীয় কিনা তাহার একটি লেবেল লাগাইতে হইবে।

(২) গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডারের লেবেলে নিম্নলিখিত সতর্কবানী লাগাইতে হইবে, যেমনঃ-

<u>সতর্কবানীঃ</u>

(ক) সিলিন্ডারের রং পরিবর্তন করা যাইবে না;

(খ) সিলিন্ডারের সন্নিকটে কোন প্রজ্বলনীয় পদার্থ মজুদ করা যাইবে না;

(গ) তৈল বা অনুরুপ পিচ্ছিলকারক পদার্থ সিলিন্ডার-সংলগ্ন যন্ত্রাংশে বা ভালভে ব্যবহার করা যাইবে না;

(ঘ) সিলিন্ডারে কৃত উদস্থিতি পরীক্ষন বা উদস্থিতি সম্প্রসারন পরীক্ষনের পরবর্তী পরীক্ষন তারিখ অতিক্রান্ত হইয়া থাকিলে ঐ সিলিন্ডার হস্তান্তর বা গ্রহন করা যাইবে না।

১২। জোড়বিহীন গ্যাস সিলিন্ডারের মেরামত নিষিদ্ধ।- কোন ব্যক্তি জোড়বিহীন সিলিন্ডারের ছিদ্র মেরামত করিবেন না বা করাইবেন না।

১৩। জোড় দেওয়া বা ঝালাই করা সিলিন্ডারের মেরামত।- (১) জোড় দেওয়া বা ঝালাই করা সিলিন্ডারের জোড় বা ঝালাইয়ের দাগ ব্যতীত অন্য কোথাও ছিদ্র দেখা দিলে তাহা মেরামত বা ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) জোড় দেওয়া বা ঝালাই করা সিলিন্ডারের জোড় বা ঝালাই স্থানে ফাটল বা গর্ত বা ছিদ্র ধরা পড়িলে উহা মেরামত করা যাইতে পারে, যদি-

(ক) ঘষিয়া, মশৃন করিয়া, খোদলাইয়া বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় উক্ত ফাটল বা পর্ত দূর করা যায়;

(খ) সনদপ্রাপ্ত ঝালাইকার কর্তৃক নিম্নোক্ত উপায়ে উক্ত গর্ত, ফাটল বা ছিদ্র করা হয়ঃ-

(অ) মূল জোড়-মুখ হাতুড়ী পেটানো হইয়া থাকিলে হাতুড়ী পেটানো;

(আ) মূল জোড় ঝালাই করা থাকিলে ঝালাইকরন;

(ই) মেরামতের পর সিলিন্ডারের যথাযথ তাপ-প্রক্রিয়া প্রয়োগ;

(ঈ) সিলিন্ডার প্রস্তুতের পর যদি উহার রঞ্জন চিত্র গৃহীত হইয়া থাকে, তবে মেরামতের পরে জোড় মুখের রঞ্জন রশ্মি গ্রহন;

(উ) মেরামত ও তাপ-প্রক্রিয় প্রয়োগের পর সিলিন্ডারে উহার প্রস্তুতকালীন সময়ে যে উদস্থিতি পরীক্ষন বা উদস্থিতি প্রসারন পরীক্ষন করা হইয়া ছিল সেই পরীক্ষন।

(৩) কোন সিলিন্ডার মেরামত করা হইয়া থাকিলে কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (৪) এর অধীন প্রদত্ত অনুমতি ব্যতিরেকে উহাতে পুনরায় গ্যাস ভর্তি করিবেন না, উক্ত অনুমতি লাভের জন্য উক্ত ব্যক্তি প্রধান পরিদর্শকের নিকটে, মেরামতকারী ও উক্ত মেরামত পরীক্ষনকারী কর্তৃক প্রদত্ত মেরামত ও পরীক্ষনের বিবরনসহ, এই মর্মে একটি প্রত্যয়ন পত্র সংযুক্ত করিবেন যে সিলিন্ডারটি পুনরায় গ্যাস ভর্তির উপযুক্ত।

(৪) উপ-বিধি(৩) এর দাখিলকৃত পত্রে উল্লিখিত মেরামত ও পরীক্ষন সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে প্রধান পরিদর্শক উক্ত সিলিন্ডারে পুনরায় গ্যাস ভর্তির জন্য লিখিত অনুমতি দিবেন।

(৫) উপ-বিধি(২) এ যাহাই থাকুক না কেন, জোড়যুক্ত এ্যাসিটিলিন গ্যাস সিলিন্ডারের জোড়ায় ছিদ্র দেখা দিলে উহা মেরামত করা যাইবে না।

১৪। কতিপয় ব্যক্তির নিয়োগের উপর বিধি নিষেধ।- আঠার বৎসরের কম বয়স্ক বা অপ্রকৃতিস্থ কোন ব্যক্তিকে সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি, কোন যানে গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার বোঝাই বা উহা খালাস বা পরিবহনের কাজে অথবা এই বিধিমালার আওতায় লইসেন্সকৃত কোন প্রাঙ্গনে নিয়োগ করা যাইবে না।

১৫। সিলিন্ডার রক্ষনাবেক্ষন।- (১) এই বিধিমালার বিধানাবলী অনুসারে সিলিন্ডার, ইহার ভালভ ও আনুসংগিক যন্ত্রাংশ এবং সনাক্তকরন রং রক্ষনাবেক্ষন করিতে হইবে।

(২) সিলিন্ডারের ভালভ বা আনুসংগিক যন্ত্রাংশে কোন তৈল বা ঐ জাতীয় কোন পিচ্ছিলকারী পদার্থ ব্যবহার করা যাইবে না।

(৩) বিধি ১৩ ও ৩৪ (৩) (খ) এর বিধান সাপেক্ষে, কোন সিলিন্ডারে তাপ প্রয়োগ করা যাইবে না বা উহা রোদে রাখা যাইবে না অথবা কোন প্রজ্বলনীয় বা বিস্ফোরক পদার্থের সাথে মজুদ করা যাইবে না।

(৪) গ্যাসপূর্ণ প্রত্যেক সিলিন্ডারের ভালভ এইরুপভাবে বন্ধ রাখিতে হইবে যেন কোন গ্যাস বাহির হইতে না পারে। তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস এবং বিষাক্ত গ্যাস পূর্ন সিলিন্ডারের ভালভ দিয়া যাহাতে গ্যাস বাহির হইতে না পারে তদুদ্দেশ্যে ভালভের নির্গমন পথে একটি অতিরিক্ত নিরাপত্তা বল্টু লাগান থাকিবে।

১৬। অগ্নিকান্ড ও বিস্ফোরণ সৃষ্টিকারী কাজকর্ম নিষিদ্ধ।- যেখানে সিলিন্ডারে প্রজ্বলনীয় গ্যাস ভর্তি, বা মজুদ অথবা সিলিন্ডার নড়াচড়া, বা পরিবহন করা হয় সেখানে কোন ব্যক্তি অগ্নিশিখা সৃষ্টিকারী কোন কাজ করিবেন না বা প্রজ্বলনীয় পদার্থ বা বিস্ফোরন ঘটাইতে পারে এমন পদার্থ আনিবেন না বা রাখিবেন না।

১৭। যোগ্য ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে গ্যাস ভর্তি ইত্যাদি সম্পাদন।- এমন একজন ব্যক্তির তত্ত্বধানে সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি বা গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার মজুদ বা কোন যানে উহা বোঝাই বা খালাসের কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে যিনি উক্ত কাজের ব্যাপারে অনুসরনীয় সতর্কতামুলক বিধানাবলী সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেবহাল।

১৮। সিলিন্ডার নাড়াচাড়া ইত্যাদি।- (১) নাড়াচাড়া করার সময় সিলিন্ডারের ভার বহনে সক্ষম এইরুপ পর্যাপ্ত অবলম্বনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) সিলিন্ডার নাড়াচাড়া বা পরিবহনের সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন উহার পক্ষে ক্ষতিকর কোন আঘাত উহাতে না লাগে।

(৩) তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার বা তরলযোগ্য গ্যাসপূর্ন সর্বদা খাড়াভাবে রাখিতে হইবে এবং এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যেন উহাতে কোনরুপ ধাক্কা না লাগে।

(৪) উপ-বিধি(৩) এ উল্লিখিত সিলিন্ডার ব্যতীত অন্যান্য সিলিন্ডার আনুভূমিক অবস্থায় রাখা যাইতে পারে এবং উক্তরুপে রাখা হইলে উহা এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যেন উহা গড়াইয়া না যায়।

১৯। গ্যাস ভর্তির উপর বিধি- নিষেধ ।- (১) স্থায়ী গ্যাস বা উচ্চচাপ তরলযোগ্য গ্যাস অথবা বোরন ট্রাইক্লোরাইড, কার্বনিল ক্লোরাইড (ফসজিন), ক্লোরিন ট্রাই ফ্লুরাইড, সাইনোজেন, সাইনোজেন ক্লোরাইড, হাইড্রোজেন সায়ানাইড, হাইড্রোজেন ফ্লুরাইড ও হাইড্রোজেন সালফাইডের ন্যায় অনুরুপ বিষাক্ত গ্যাস ভর্তির জন্য জোড়া দেওয়া সিলিন্ডার ব্যবহার করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা - উচ্চচাপ তরলযোগ্য গ্যাস বলিতে এমন তরলযোগ্য গ্যাসকে বুঝাইবে যাহার সন্দিক্ষন তাপমাত্র ৭০° সেন্টিগ্রেডের নীচে।

(২) কোন গ্যাস ভর্তির জন্য যে সিলিন্ডার একবার ব্যবহার করা হইয়াছে উহাতে প্রধান পরিদর্শকের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে অন্য কোন গ্যাস ভর্তি করা যাইবে না।

(৩) কোন গ্যাস রাসায়নিকভাবে কোন সিলিন্ডারের জন্য ক্ষতিকর হইলে উক্ত গ্যাস দ্বারা উক্ত সিলিন্ডার পূর্ন করা যাইবে না। হইয়াছিল।

২০। সিলিন্ডার মজুদ।- (১) চুল্লি, অগ্নিশিখা বা তাপের অন্য যে কোন উৎস হইতে এমন দুরত্বে এবং শুষ্ক বায়ু চলাচলের পথবিশিষ্ট, আচ্ছাদিত ও সহজগম্য স্থানে গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার মজুদ করিতে হইবে যেন উক্ত স্থান মজুদকৃত সিলিন্ডারের জন্য ক্ষতিকর তাপের প্রভাবমুক্ত থাকে।

(২) মজুদাগার অদাহ্য পদার্থ দ্বারা তৈরী হইতে হইবে।

(৩) আনুভূমিক অবস্থায় রাখা কোন তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস- সিলিন্ডার বা দ্রবীভূত গ্যাস-সিলিন্ডারের উপর আনুভূমিক অবস্থায় অনুরুপ অন্য কোন সিলিন্ডার রাখা চলিবে না॥

(৪) প্রজ্বলনীয় গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার ও বিষাক্ত গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার পরস্পর পৃথকভাবে এবং অন্যান্য গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার হইতে দুরে রাখিতে হইবে বা দেওয়াল দ্বারা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রাখিতে হইবে।

(৫) সিলিন্ডার এমন অবস্থায় মজুদ করা যাইবে না যাহাতে উহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে পারে।

(৬) কোন দাহ্য পদার্থের সাথে গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার একত্রে মজুদ করা যাইবে না।

(৭) শূন্য সিলিন্ডার গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার হইতে পৃথকভাবে রাখিতে হইবে এবং উভয়ের ভালভ দৃঢ়ভাবে বন্ধ রাখিতে হইবে।

২১। বৈদ্যুতিক সংযোগ ও সরঞ্জাম।- প্রজ্বলনীয় গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তির স্থানে বা উক্ত গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার মজুদের স্থানে ব্যবহার্য সকল বৈদ্যুতিক মিটার, বিতরণ বোর্ড, সুইস, ফিউজ, প্লাগ, সকেট, বৈদ্যুতিক বাতি ও মটর বৃটিশ স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন নং ৪৬৮৩ এবং ৫৫০১ বা প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক স্বীকৃত অন্য স্পেসিফিকেশন অনুসারে নির্মিত ও স্থাপিত হইবে।

২২। গ্যাসের বিশুদ্ধতা।- (১) সিলিন্ডারে যে গ্যাস ভর্তি করা হইবে উহাতে এমন কোন পদার্থ থাকিবে না যাহা সিলিন্ডারকে ক্ষয় করিতে পারে বা উহার সাথে মিশিয়া বিস্ফোরক পদার্থ গঠন করিতে পারে বা গ্যাসের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাইতে পারে।

(২) উক্ত গ্যাস যথাসম্ভব জলীয় বাষ্পমুক্ত থাকিবে এবং কোন জলীয় বাষ্প থাকিলে যেন উহাকে ০° সেঃ তাপে শীতল করা হইলে জলীয় অংশ পৃথক না হয়।

(৩) সিলিন্ডারে কার্বন মনোক্সাইড, কোস গ্যাস, হাইড্রোজেন বা মিথেন ভর্তি করার পূর্বে উক্ত গ্যাসকে হাইড্রোজেন সালফাইড বা অন্যান্য গন্ধক জাতীয় পদার্থ হইতে যতদুর সম্ভব মুক্ত করিতে হইবে এবং সাধারনত তাপ ও চাপে, উক্ত গ্যাসের আর্দ্রতা হইবে প্রতি ঘন মিটারে ০.০২ গ্রাম অপেক্ষা কম।

২৩। আগুনের সংস্পর্শে আসা সিলিন্ডার ব্যবহারে বিধি নিষেধ।- (১) উপবিধি(২) এর বিধান সাপেক্ষে কোন সিলিন্ডার আগুনের সংস্পর্শে আসিয়া থাকিলে উদস্থিতি পরীক্ষন বা উদস্থিতি প্রসারন পরীক্ষনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষন সম্পন্ন না করা পর্যন্ত উহা ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) দ্রবীভূত এ্যাসিটিলিন সিলিন্ডার আগুনের সংস্পর্শে আসিয়া থাকিলে উহা ব্যবহার করা যাইবে না এবং অভিজ্ঞ বা প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা উহা নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে।

২৪। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পুনঃ পরীক্ষন ব্যতীত সিলিন্ডার ব্যবহার নিষিদ্ধ।- কোন সিলিন্ডার পরীক্ষনের জন্য নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হইয়া থাকিলে পুনঃ পরীক্ষিত না হওয়া পর্যাপ্ত উহাতে গ্যাস ভর্তি বা উহা হস্তান্তর করা যাইবে না।

২৫। সিলিন্ডারের মালিক কর্তৃক সংরক্ষনীয় রেকর্ড।- গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার্য্য সিলিন্ডারের মালিক ব্যতিত অন্যান্য সিলিন্ডারের মালিক, তাহার মালিকাধীন প্রতিটি সিলিন্ডারের জন্য উহা যতদিন কার্যোপযোগী থাকে ততদিন নিম্নবর্নিত তথ্যাদি সম্বলিত একটি রেকর্ড সংরক্ষন করিবেঃ-

(ক) সিলিন্ডার নির্মানকারীর নাম ও সিলিন্ডারের নম্বর;

(খ) যে স্টান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন অনুসারে সিলিন্ডার নির্মান করা হইয়াছে তাহার নাম ও নম্বর;

(গ) প্রথম উদস্থিতি পরীক্ষন বা উদস্থিতি প্রসারন পরীক্ষনের তারিখ;

(ঘ) সিলিন্ডার নির্মানকারীর পরীক্ষন ও পরিদর্শন সনদ;

(ঙ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত অনুমোদন পত্রের নম্বর ও তারিখ।

২৬। সিলিন্ডার হস্তান্তরে বিধি নিষেধ।- (১) কোন ব্যক্তি লাইসেন্সধারী ব্যক্তি বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহাকেও লাইসেন্স প্রয়োজন এমন পরিমান গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার হস্তান্তর করিবেন না।

(২) কোন লাইসেন্সধারীকে তাহার লাইসেন্সে উল্লেখিত ধরনের গ্যাস ব্যতীত অন্য কোন গ্যাস ও উহাতে উল্লিখিত পরিমানের অতিরিক্ত গ্যাস তাহাকে সরবরাহ করা যাইবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
সিলিন্ডার আমদানী

২৭। লাইসেন্স ব্যতীত সিলিন্ডার আমদানী নিষিদ্ধ।- কোন ব্যক্তি বিনা লাইসেন্সে গ্যাসপূর্ন বা খালি সিলিন্ডার আমদানী করিতে পারিবেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
সিলিন্ডার পরিবহন

২৮। সিলিন্ডার পরিবহনে বিধি নিষেধ ।- (১) গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার কোন দ্বিচক্রযানে পরিবহন করা যাইবে না।

(২) কোন যানে সিলিন্ডার পরিবহনের ক্ষেত্রে সিলিন্ডারের কোন অংশ উক্ত যানের বাহিরে থাকা চলিবে না।

(৩) যানের যে অংশে সিলিন্ডার রাখা হয় সে অংশ কোন ধারাল বস্তু থাকিবে না।

(৪) সিলিন্ডার যাহাতে যানের বাহিরে পড়িয়া না যায় বা যান চলাকালে সিলিন্ডার আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তদুদ্দেশ্যে সিলিন্ডারকে উক্ত যানে সর্তকতার সহিত স্থাপন ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহন করিতে হইবে।

(৫) গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার অন্য কোন প্রজ্বলনীয় বা সিলিন্ডার ক্ষয়কারী পদার্থের সহিত একত্রে বহন করা যাইবে না।

(৬) প্রজ্বলনীয় গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার অন্য কোন গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডারের সহিত একত্রে পরিবহন করা যাইবে না।

(৭) বিষাক্ত বা ক্ষয়কারী গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার খাদ্য দ্রব্যের সহিত একত্রে পরিবহন করা যাইবে না।

২৯। সিলিন্ডার বোঝাই ও খালাসের উপর বিধিনিষেধ।- (১) কোন সিলিন্ডার বোঝাই বা খালাস করা জন্য চুম্বক ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) ক্রেন বা ফর্ক লিফট-ট্রাক দ্বারা সিলিন্ডার বোঝাই বা খালাস করা হইলে শিকল বা তারের দড়ির সাথে উপযুক্ত দোলনা ব্যবহার করিতে হইবে।

৩০। পরিবহনকালে ভালভ রক্ষা।- (১) সিলিন্ডারের পরিবহনকালে যদি ইহা কোন বাক্সে প্যাকিং করা না হয় তাহা হইলে ভালভের নিরাপত্তা বিধানকল্পে উপবিধি (২) ও (৩) এ বর্নিত বিধান অনুসারে করিতে হইবে।

(২) সিলিন্ডারের ভালভ যদি সিলিন্ডারে এমনভাবে সংযুক্ত থাকে যে সিলিন্ডার পরিবহনকালে ভালভের উপর কোন বর্হিচাপ পড়িতে পারে তাহা হইলে ধাতব টুপি, ধাতব আবরন বা ধাতব আংটি বা ঝাজরির সাহায্যে ভালভটিকে এমনভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে যেন উক্ত টুপি, আবরন, আংটি বা ঝাজড়ি ভালভের সংস্পর্শে না আসে।

(৩) সিলিন্ডারের ভালভ রক্ষার উদ্দেশ্যে উপবিধি(২) অনুসারে ধাতব টুপি বা ধাতব আবরন ব্যবহার করা হইলে, হাইড্রোজেন সায়ানাইড, ফসজিন, সাইনোজেন ক্লোরাইড বা অনুরুপ বিষাক্ত গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার ছাড়া অন্যান্য গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে, উক্ত টুপি বা আবরনে একটি বায়ু নির্গমন পথ থাকিতে হইবে যাহাতে টুপি বা আবরনের মধ্যে গ্যাসের চাপ সৃষ্টি হইতে না পারে, এবং হাইড্রোজেন সায়ানাইড, ফসজিন, সাইনোজন, সাইনোজেন ক্লোরাইড বা অনুরুপ বিষাক্ত গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে গ্যাস রোধী (gas tight) ধাতব টুপি বা আবরন ব্যবহার করিতে হইবে।

(৪) উপবিধি (১),(২) ও (৩) এর বিধানসমুহ চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য্য অনধিখ ৫ লিটার জলধারন ক্ষমতাসম্পন্ন সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৩১। ছিদ্রযুক্ত সিলিন্ডার।- (১) কোন ব্যক্তি ছিদ্রযুক্ত গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার পরিবহনকারীর নিকট সরবরাহ করিবেন না।

(২) প্রজ্বলনীয় বা বিষাক্ত গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার পরিবহনের সময় উহাতে ছিদ্র পরিলক্ষিত হইলে, সিলিন্ডারটি তাৎক্ষনিকভাবে আগুনের উৎস হইতে দুরে কোন ফাঁকা জায়গায় অপসারন করিতে হইবে এবং পরিবহনের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য সংগে সংগে অবস্থা বিশেষে গ্যাস পুরনকারী বা সিলিন্ডারের মালিককে বিষয়টি অবহিত করিবেন, এবং উক্তরুপ সংবাদ পাওয়ার সংগে সংগে উক্ত পুরনকারী বা মালিক প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামুলক ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
সিলিন্ডার পর্যবেক্ষন ও পরীক্ষন

৩২। সিলিন্ডারের পর্যাবৃত্ত পর্যবেক্ষন, পরীক্ষন।- (১) সিলিন্ডারের গঠন ও ইহাতে ভর্তিযোগ্য গ্যাসের প্রকৃতি ভেদে প্রধান পরিদর্শক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারন করিয়া দিবেন যে কতদিন অন্তর সিলিন্ডারে কি ধরনের পরীক্ষন ও পর্যবেক্ষনের প্রয়োজন হইবে এবং পরীক্ষন চাপের মাত্রা কত হইবে।

(২) উপবিধি(১) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরীক্ষিত না হইলে কোন সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি করা যাইবে না।

৩৩। সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমোদন।- (১) প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত পরীক্ষণ কেন্দ্র ব্যতীত অন্য কোন স্থানে সিলিন্ডার পরীক্ষা করা বা করানো যাইবে না।

(২)সিলিন্ডার পরীক্ষণ কেন্দ্রের জন্য অনুমোদন লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি প্রধান পরিদর্শকের নিকট পরীক্ষা কেন্দ্রের স্থান উল্লেখ পূর্বক দরখাস্ত করিবেন এবং উক্ত স্থানে তফসিল-৩ এ উল্লেখিত সুবিধাদি থাকিলে প্রধান পরিদর্শক দরখাস্তকারীকে এতদুদ্দেশ্যে একটি লিখিত অনুমোদন পত্র প্রদান করিবেন।

(৩) সিলিণ্ডার পরীক্ষণ কেন্দ্রের অনুমোদন লাভের জন্য ৫,০০০ টাকা ফি প্রদান করিতে হইবে।

৩৪। সিলিন্ডার পরীক্ষন ও পর্যবেক্ষন।- (১) সিলিন্ডার পরীক্ষন উদ্দেশ্যে উহাতে যে গ্যাস ভর্তি ছিল প্রথমে তাহা সম্পূর্ন ভাবে বাহির করিয়া দিতে হইবে; এবং এইরুপ গ্যাস হইতে কোন উৎপাত, দুর্গন্ধ, বিষক্রিয়া বা দুর্ঘটনা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে উহা রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করিতে হইবে।

(২) এই বিধির অধীনে পরীক্ষন ছাড়াও কোন সিলিন্ডারের দৃশ্যতঃ কোন ত্রুটি আছে কিনা এবং থাকিলে উহা বিপজ্জনক কি না তাহা পর্যবেক্ষন করিতে হইবে, এবং সিলিন্ডারটি ওজন করিয়া দেখিতে হইবে যে উহার ওজন মুল ওজনের শতকরা ৫ ভাগের বেশী হ্রাস পাইয়াছে কিনা; সিলিন্ডারটিতে দৃশ্যতঃ কোন বিপজ্জনক ত্রুটি ধরা পড়িলে বা উহার ওজন উক্তরুপে হ্রাস পাইয়া থাকিলে সিলিন্ডারটি আর ব্যবহার করা যাইবে না।

(৩) উদস্থিতি পরীক্ষন বা উদস্থিতি প্রসারন পরীক্ষন করার পূর্বে প্রতিটি সিলিন্ডার বাষ্পদ্বারা বা যথাযথ দ্রাবক দ্বারা ধৌত করতঃ সম্পূর্নরুপে পরিষ্কার করিতে হইবে; তাছাড়া সিলিন্ডারের অভ্যন্তরভাগে মরিচা বা অন্য প্রনালীতে পরিষ্কার করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত ধরনের বিস্ফোরন ও তারের ব্রাশ প্রয়োগ;

(খ) অনধিক এক ঘন্টাব্যাপী অনধিক ৩০০° সেঃ তাপ মাত্র সম্পন্ন চুল্লিতে সিলিন্ডারটি দগ্ধ করা পর উক্ত মরিচা বা পদার্থ বাষ্প বা যথাযথ দ্রাবক দ্বারা ধৌতকরন।

(৪) উপবিধি(১) ও (৩) এ বিধৃত পদ্ধতিতে সিলিন্ডার পরিষ্কার করার পর বৃটিশ স্টান্ডার্ড ইনস্টিটিউশনের প্রাসংগিক কোড অব প্র্যাকটিস অনুসারে সিলিন্ডারের বর্হিভাগ ও অভ্যন্তরভাগ চাক্ষুষভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে।

(৫) উপবিধি (৪) এ বিধৃত পরীক্ষার পর সিলিন্ডারে বিধি ৩২ এর অধীন নির্ধারিত উদস্থিতি পরীক্ষন বা উদস্থিতি প্রসারন পরীক্ষন করিতে হইবে।

(৬) উদস্থিতি পরীক্ষন বা উদস্থিতি প্রসারন পরীক্ষন বৃটিশ স্টান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন ৫৪৩০ অনুসারে করিতে হইবে এবং অন্যূন ৩০ সেকেন্ড সময়ব্যাপী সিলিন্ডারে প্রযুক্ত পরীক্ষা চাপ অব্যাহত রাখিতে হইবে।

(৭) উদ্‌স্থিতি প্রসারণ পরীক্ষণের ক্ষেত্রে, পরীক্ষা চাপ প্রয়োগের ফলে সিলিণ্ডারের স্থায়ী প্রসারণ, পরীক্ষাকালীন সংঘঠিত মোট প্রসারণের ৫% এর বেশী হইবে না।

(৮) উপবিধি(৭) এ উল্লিখিত পরীক্ষায় কোন সিলিন্ডার প্রসারন উক্ত উপবিধিতে নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করিলে সিলিন্ডারটি ব্যবহার করা যাইবে না।

(৯) উদস্থিতি পরীক্ষনের ক্ষেত্রে, পরীক্ষা চাপ প্রযুক্ত থাকাকালে উক্ত চাপ হ্রাস পাইলে, বা সিলিন্ডারে ছিদ্র দৃষ্ট হইলে বা সিলিন্ডারের আকৃতির বিকৃতি ঘটিলে সিলিন্ডারটি ব্যবহার করা যাইবে না।

(১০) এই বিধির অধীনকৃত পরীক্ষা সমাপনান্তে সিলিন্ডারের অভ্যন্তর ভাগ সম্পূর্নরুপ শুষ্ক করিতে হইবে।

৩৫। ব্যবহার অনুপযোগী সিলিন্ডার বিনষ্টকরন ইত্যাদি।- (১) কোন সিলিন্ডার গ্যাস উৎপাদরেন ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে উহা বিধি ৩৪ এর অধীনকৃত পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণে ব্যবহার অনুপযোগী বলিয়া নির্ধারিত হইলে সিলিন্ডারটিকে এইরুপ খন্ড খন্ড করিয়া প্রতিটি খন্ড চ্যাপ্টা বা বিকৃত বা রুপান্তরিত করিতে হইবে যেন উক্ত খন্ডগুলি ঝালাই বা অন্য কোনভাবে পরস্পর যুক্ত করিয়া একটি নতুন সিলিন্ডার প্রস্তুত করা না যায়।

(২) কোন সিলিন্ডার উপবিধি(১) এর অধীনে বিনষ্ট করা হইলে বিনষ্ট করার বিষয়টি বিধি ২৫ এর অধীন সংরক্ষনীয় রেকর্ডে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং বিনষ্ট করার পর এক বৎসরকাল নথিটি সংরক্ষন করিতে হইবে, বিনষ্টকৃত সিলিন্ডারের বিবরন প্রতিবৎসর জানুয়ারী, মে ও সেপ্টেম্বর মাসের পহেলা তারিখে বা তৎপূর্বে লিখিতভাবে প্রধান পরিদর্শকের নিকট প্রেরন করিতে হইবে।

৩৬। পরীক্ষা ইত্যাদির রেকর্ড।- সিলিন্ডার পর্যবেক্ষনকারী ও পরীক্ষনকারী নিম্নবর্নিত তথ্যাদি সম্বলিত রেকর্ড সংরক্ষন করিবেন, যথাঃ-

(ক) সিলিন্ডার নির্মাতা ও মালিকের নাম;

(খ) সিলিন্ডারের নম্বর;

(গ) সিলিন্ডারের স্টান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন, ধরন ইত্যাদি;

(ঘ) পূর্ববতী উদস্থিতি বা উদস্থিতি প্রসারন পরীক্ষনের তারিখ;

(ঙ) পরীক্ষা চাপ;

(চ) সিলিন্ডারের সর্বোচ্চ কার্যচাপ;

(ছ) জলধারন ক্ষমতা;

(জ) টেয়ার ওজন;

(ঝ) সিলিন্ডারের চিহ্নিত টিয়ার ওজন ও পরীক্ষায় প্রাপ্ত টেয়ার ওজনের মধ্যে পার্থক্য (যদি থাকে);

(ঞ) সিলিন্ডারের দৃশ্যমান অবস্থা;

(ট) ভর্তিযোগ্য গ্যাসের নাম;

(ঠ) সংযুক্ত ভালভের প্রকার; এবং

(ড) মন্তব্য (যদি থাকে)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দ্রবীভূত এ্যাসিটিলিন গ্যাস সিলিন্ডার

৩৭। দ্রবীভূত এ্যাসিটিলিন সিলিন্ডারের জন্য বিশেষ বিধান।- (১) এই বিধিমালার অন্য কোন বিধানে যাহাই থাকুক না কেন, কোন সিলিন্ডারে দ্রবীভূত এ্যাসিটিলিন ভর্তি করিতে হইলে নিম্নবর্নিত শর্তবলী পূরন করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) কোন ছিদ্রময় পদার্থে (porous mass) এ্যাসিটিলিন দ্রবীভূত করা হইলে উক্ত পদার্থ সিলিন্ডারটি এইরুপে ভর্তি করিতে হইবে যেন সিলিন্ডারে কোন ফাঁকা জায়গা না থাকে;

(খ) উক্ত পদার্থের ছিদ্রময়তা ৭৫% হইতে ৯২% এর মধ্যে সীমিত থাকিবে;

(গ) ব্যবহার্য্য দ্রাবকটি এ্যাসিটিলিন গ্যাস বা উক্ত ছিদ্রময় পদার্থ বা সিলিন্ডারের ধাতুর সহিত রাসায়নিক বিক্রিয় ঘটাইবে না;

(ঘ) দ্রাবকরুপে এ্যাসিটোন ব্যবহৃত হইলে, উহা বৃটিশ স্টান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন নং ৫০৯ এর শর্তসমুহ পূরন করিবে;

(ঙ) সিলিন্ডারের ভালভের উপাদানে শতকরা ৭০ ভাগের বেশী তামা থাকিবে না;

(চ) ১৫ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সিলিন্ডারে চাপ প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ১৬ কিলোগ্রাম অতিক্রম করিবে না।

(ছ) সিলিন্ডারে উক্ত পদার্থ ভর্তি করার পূর্বে প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে অন্যূন ৬০ কিলোগ্রাম উদস্থিতি চাপে সিলিন্ডারটি পরীক্ষা করিতে হইবে;

(জ) সিলিন্ডারে উক্ত ছিদ্রময় পদার্থ ভর্তির পূর্বে প্রয়োজনীয় উদস্থিতি প্রসারন পরীক্ষনের ফলে সংঘটিত স্থায়ী সম্প্রসারন উক্ত পরীক্ষাকালে সংঘটিত মোট প্রসারনের ৭½ % এর বেশী হইবে না;

(ঝ) সিলিন্ডারে সেফটি রিলিফ ব্যবস্থা যুক্ত থাকিলে উক্ত ব্যবস্থা প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ৫৩ কিলোগ্রাম চাপে কাজ করিবার মত উপযুক্ত হইবে;

(ঞ) উক্ত সিলিন্ডারে, বিধি ৭ এর উপবিধি (১) এ উল্লিখিত তথ্যাদি ছাড়াও উক্ত বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতিতে ছিদ্রময় পদার্থ পুরনের তারিখ ও উক্ত পদার্থের নাম বা উহা সনাক্তকরন প্রতীক লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(২) কোন সিলিন্ডারে একবার দ্রবীভূত এ্যাসিটিলিন ভর্তি করার পর উহাতে পুনরায় এ্যাসিটিলিন গ্যাস ভর্তির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ছিদ্রময় পদার্থ ভর্তি বা পরীক্ষনের তারিখ দুই বৎসরের বেশী হইয়া থাকিলে, উক্ত পদার্থ উপবিধি(১) এ উল্লিখিত শর্তসমুহ পুরন করে কিনা তাহা যাচাই করিতে হইবে এবং উক্ত শর্তসমুহ পুরন না করিলে উক্ত সিলিন্ডারে এ্যাসিটিলিন গ্যাস ভর্তি করা যাইবে না।

৩৮। সিলিন্ডারে দ্রবীভূত এ্যাসিটিলিন পুরনে বিধি-নিষেধ ।- কোন ব্যক্তি কোন সিলিন্ডারে এ্যাসিটিলিন পুরন করিবেন না যতক্ষন পর্যন্ত তিনি নিশ্চিত হন যে সিলিন্ডারটি এই বিধিমালার প্রাসংগিক শর্তসমুহ পুরন করে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ
সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি ও গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার অধিকারে রাখা

৩৯। লাইসেন্স ব্যতীত সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি ইত্যাদি নিষিদ্ধ।- বিধি ৪১ এর বিধান সাপেক্ষে, কোন ব্যক্তি বিনা লাইসেন্সে সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি করিতে পারিবেন না অথবা গ্যাসপূর্ন কোন সিলিন্ডার তাহার অধিকারে রাখিতে পারিবেন না।

৪০। **লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে লাইসেন্স, ইত্যাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা –** (১) সিলিণ্ডারে গ্যাস ভর্তি করিবার জন্য বা গ্যাসপূর্ণ সিলিণ্ডার অধিকারে রাখিবার জন্য লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণের সহজে দৃশ্যমান হয় এমন স্থানে-

(ক) সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স নম্বর, লাইসেন্সের শর্তাবলী এবং বিধি ১৫ হইতে ২৬ এর বিধানাবলীর অনুলিপি লটকাইয়া রাখিতে হইবে;

(খ) বাণিজ্যিক লাইসেন্সের ক্ষেত্রে লাইসেন্সধারীর নাম ও ঠিকানা, লাইসেন্স নম্বর সম্বলিত সাইনবোর্ড সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের জ্ঞাতার্থে সর্বদা ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে ; এবং

(গ)"ধূমপান বা আগুন নিষিদ্ধ" সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি মজুদাগারের ভিতরে ও বাহিরে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে যাহার প্রতিটি অক্ষরের ক্ষেত্রফল হইবে অন্যূন ২৫ বর্গসেন্টিমিটার ।

(২) সিলিণ্ডারে গ্যাস ভর্তির প্রত্যেকটি প্রাঙ্গণে নিম্নোক্ত সরঞ্জামাদি ও বইপত্র থাকিতে হইবে, যথা-

(ক) সিলিণ্ডারে যেইরূপ গ্যাস ভর্তি করা হয় সেইরূপ গ্যাস সার্ভিসের সিলিণ্ডার সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন বা কোড এবং অত্র বিধিমালার একটি করিয়া অনুলিপি;

(খ) সিলিণ্ডারের ভাল্ভ সংক্রান্ত বৃটিশ স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন বিএস ৩৪১;

(গ) সিলিণ্ডারের রং সংক্রান্ত বৃটিশ স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন বিএস ৩৪৯;

(ঘ) তরলযোগ্য বা স্থায়ী গ্যাস ভর্তির পূরণ অনুপাত সংক্রান্ত বৃটিশ স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন বিএস ৫৩৫৫;

(ঙ) অগ্নি নিরাপত্তামূলক বিভিন্ন চিহ্ন সংক্রান্ত বৃটিশ স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন বিএস ৫৪৯৯;

(চ) সিলিণ্ডারের অভ্যন্তরভাগ পর্যবেক্ষণের জন্য লো ভোল্টেজ বাতি;

(ছ) ওজন নেওয়ার সরঞ্জাম; এবং

(জ) সিলিণ্ডার নাড়াচাড়া বা হ্যান্ডলিং করিবার পর্যাপ্ত সরঞ্জাম।

৪১। কতিপয় ক্ষেত্রে সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি ইত্যাদিতে লাইসেন্স অপ্রয়োজনীয়।- নিম্নবর্নিত ক্ষেত্রে বিধি ৩৯ এ উল্লিখিত লাইসেন্স প্রয়োজন হইবে না, যথাঃ-

(ক) গবেষনা বা পরীক্ষা - নিরীক্ষা বা শ্বাসক্রিয়ায় সহায়তার উদ্দেশ্যে এক সিলিন্ডার হইতে অন্য সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তিকরন;

(খ) এই বিধিমালার বিধান অনুসারে পরিবহনের উদ্দেশ্যে পরিবহনকারী বা তাহার প্রতিনিধি কর্তৃক গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার অধিকারে রাখা;

(গ) নিম্নোক্ত যে কোন প্রকার ও পরিমানের গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার অধিকারে রাখাঃ–

(অ) তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের ক্ষেত্রে, অনধিক ১০০ কিলোগ্রাম গ্যাস;

(আ) দ্রবীভূত এ্যাসিটিলিন গ্যাসের ক্ষেত্রে ১০ টি গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার;

(ই) উপদফা(অ) এবং (আ) তে উল্লিখিত গ্যাস ব্যতীত অন্য কোন প্রজ্বলনীয় কিন্তু অবিষাক্ত গ্যাসের ক্ষেত্রে, অনধিক ১০০ কিলোগ্রাম যাহা অনধিক ১০ টি সিলিন্ডারে রাখা যাইতে পারে;

(ঈ) যে কোন বিষাক্ত গ্যাসের ক্ষেত্রে, অনধিক ৫টি গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার;

(উ) প্রজ্বলনীয় নয় এবং বিষাক্ত নয় এইরুপ গ্যাসের ক্ষেত্রে, অনধিক ২০টি গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার।

৪২। কার্যচাপ ও পুরন অনুপাত।- (১) কোন সিলিন্ডার স্থায়ী গ্যাস পূর্ন করা হইলে উক্ত সিলিন্ডারে পূরনকৃত গ্যাসের কার্যচাপ সিলিন্ডারটির পরীক্ষা চাপের দুই-তৃতীয়াংশের বেশী হওয়া চলিবে না।

(২) কোন সিলিন্ডারে তরলযোগ্য গ্যাস ভর্তির ক্ষেত্রে, বৃটিশ স্টান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন নং ৫৩৫৫ এ বর্নিত পুরন অনুপাত প্রযোজ্য হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

লাইসেন্স

৪৩। লাইসেন্সের দরখাস্ত ইত্যাদি।- (১) লাইসেন্স পাইতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তি, এই বিধির অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে ৪-এ উল্লিখিত লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট নিম্নবর্নিত ফরমে দরখাস্ত করিবেন, যথাঃ–

(ক) সিলিন্ডার আমদানী লাইসেন্সের জন্য 'খ' ফরমে;

(খ) সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি বা গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার অধিকারে রাখার লাইসেন্সের জন্য 'গ' ফরমে।

(২) প্রতিটি দরখাস্তের সহিত তফসিল-৪ এ বর্ণিত ফিস "৬৫-কর ব্যতীত বিবিধ প্রাপ্তি, বিস্ফোরক বিভাগ" খাতে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী ট্রেজারীতে জমা দিয়া উক্ত চালানের মুল কপি দাখিল করিতে হইবে।

(৩) সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি করার জন্য বা গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার অধিকারে রাখার জন্য লাইসেন্স পাইতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তি উপবিধি(১) এ উল্লিখিত দরখাস্তের সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সম্বলিত নমশার তিনটি অনুলিপি দাখিল করিবেনঃ-

(ক) প্রস্তাবিত প্রাংঙ্গনের পারিপার্শ্বিক চিত্রসহ অবস্থান ও নির্মান পরিকল্পনার চিত্র,

(খ) উক্ত প্রাঙ্গন ও উহাতে অবস্থিত সুবিধাদির নিরাপত্তা বিধানের জন্য এই বিধিমালার প্রযোজ্য বিধানাবলী পালনের পরিকল্পনা।

(৪) কোন ক্ষেত্রে প্রধান পরিদর্শক ব্যতীত অন্য কোন কর্মকর্তা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হইলে, লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে উপবিধি(৩) এ উল্লিখিত নকশঅ প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৫) উপবিধি(১) এর অধীন দাখিলকৃত দরখাস্ত বিবেচনান্তে উহা অনুমোদনযোগ্য মনে করিলে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্নিত ফরমে লাইসেন্স প্রদান করিবেন, যথাঃ-

(ক) সিলন্ডার আমদানীর জন্য 'ঘ' ফরমে;

(খ) সিলিন্ডার গ্যাস ভর্তির জন্য 'ঙ' ফরমে;

(গ) গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার অধিকারে রাখার জন্য 'চ' ফরমে।

৪৪। লাইসেন্সের মেয়াদ।- (১) সিলিন্ডার আমদানীর লাইসেন্সের মেয়াদ হইবে সর্ব্বোচ্চ এক বৎসর।

(২) সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি বা গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার অধিকারে রাখার জন্য প্রদত্ত লাইসেন্স উহা যে পঞ্জিকা বৎসরে প্রদান করা হয় সেই বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বহাল থাকিবে।

৪৫। প্রদত্ত লাইসেন্স সম্পর্কে রেকর্ড সংরক্ষন।- বিধি ৪৩ এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স ও ক্ষেত্রবিশেষে অনুমোদিত নকশার একটি করিয়া অনুলিপি লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সংরক্ষন করিবে এবং একটি রেজিষ্টারে সংক্ষেপে উহাদের বিবরন লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে।

৪৬। লাইসেন্সে লিপিবদ্ধ শর্ত পরিবর্তন ইত্যাদি।- প্রধান পরিদর্শক, কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে, কোন লাইসেন্সের শর্ত পরিবর্তন বা বর্জন করিতে বা অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করিতে পারিবেন।

৪৭। লাইসেন্স সংশোধন।- (১) এই বিধির অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, লাইসেন্সধারীর আবেদনক্রমে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স সংশোধন করিতে পারিবে।

(২) লাইসেন্স সংশোধনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সধারী নিচবর্ণিত কাগজাদিসহ দরখাস্ত করিবেন; যথা ঃ-

(ক) ৩০০ টাকা ফিস জমা দেয়ার ট্রেজারী চালানের মূল কপি।

(খ) যে লাইসেন্স সংশোধন করা হইবে উহার মূল কপি এবং উহার সহিত সংলগ্ন অনুমোদিত নকশা, যদি থাকে;

(গ) লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে কোন মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন হইলে, প্রস্তাবিত পরিবর্তন প্রদর্শন করিয়া যথাযথভাবে অংকিত তিন কপি নকশা, যাহা বিধি ৪৪(৪) অনুসারে প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

৪৮। লাইসেন্স নবায়ন।- (১) লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, এই বিধির অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, ঙ এবং চ ফরমে প্রদত্ত লাইসেন্স নবায়ন করিতে পারিবে এবং এই লাইসেন্স একটা বা তিনটি পঞ্জিকা বৎসরের জন্যও নবায়ন করা যাইতে পারেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ক্ষমতা অর্পণ করিলে কোন বিস্ফোরক পরিদর্শক 'ঙ' ফরম লাইসেন্স নবায়ন করিতে পারিবেন।

(২) লাইসেন্স নবায়নের উদ্দেশ্যে লাইসেন্সধারী সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের মেয়াদ যে পঞ্জিকা বৎসরে শেষ হয় সেই বৎসরের ২রা ডিসেম্বর বা তৎপূর্বে নিম্নবর্নিত কাগজাদিসহ দরখাস্ত করিবেন, যথাঃ-

(ক) উক্ত লাইসেন্সের মূল কপি এবং সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত নকশা;

(খ) এই বিধির উপবিধি(৩) অনুসারে নবায়ন ফিস প্রদানের ট্রেজারী চালানের মূল প্রদেয় হইবে।

(৩) প্রতি পঞ্জিকা বৎসরের জন্য লাইসেন্স নবায়ন করিতে লাইসেন্স মঞ্জুরের সমপরিমান ফিস প্রদেয় হইবে।

(৪) লাইসেন্স নবায়নের দরখাস্ত উপবিধি(২) এ উল্লিখিত সময়ের পরে দাখিল করা হইলে দ্বিগুন নবায়ন ফিস প্রদেয় হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, একটানা একাধিক বৎসরের জন্য নবায়নের আবেদন করা হইলে এবং দরখাস্তটি লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্যূন ত্রিশ দিন পূর্বে দাখিল না হইয়া থাকিলে শুধুমাত্র নবায়নের প্রথম বৎসরর জন্য দ্বিগুন ফিস প্রদেয় হইবে।

(৫) উপবিধি (২), (৩) বা (৪) অনুসারে নবায়নের দরখাস্ত দাখিল করা হইলে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উহা নবায়ন করিয় দিবেন।

(৬) লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নবায়নের দরখাস্ত লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পৌছিলে উক্ত কর্তৃপক্ষ উহা নবায়ন করিবেন না।

(৭) এই বিধির অধীনে লাইসেন্স নবায়নের দরখাস্ত করা হইলে লাইসেন্স নবায়িত না করা পর্যন্ত অথবা নবায়নের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে মর্মে আবেদনকারীকে অবহিত না করা পর্যন্ত লাইসেন্সটি বহাল আছে বলিয়া গন্য হইবে।

৪৯। লাইসেন্স মঞ্জুর, সংশোধন ইত্যাদির আবেদন প্রত্যাখ্যান।- লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স মঞ্জুর, সংশোধন বা নবায়নের আবেদন প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করিলে উহার কারন লিপিবদ্ধ করিবে এবং আবেদনকারীকে লিখিতভাবে উক্ত কারন ও সিদ্ধান্ত অবহিত করিবে।

৫০। লাইসেন্স বাতিল ইত্যাদি।- (১) কোন লাইসেন্সধারী অ্যাক্ট বা এই বিধিমালার কোন বিধি বা লাইসেন্সের কোন শর্ত ভংগ করিলে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন লাইসেন্স বাতিল করার পূর্বে উক্ত লাইসেন্স কেন বাতিল করা হইবে না তাহার কারন দর্শানোর জন্য লাইসেন্সধারীকে অন্তঃত ১০ (দশ) দিনের একটি লিখিত নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত নোটিশে প্রস্তাবিত বাতিলকরনের কারনও উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) উপবিধি(১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ক্ষেত্রে প্রধান পরিদর্শক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অ্যাক্ট বা এই বিধিমালার বিধান বা লাইসেন্স এর কোন শর্ত ভংগ হওয়ার ফলে জনসাধারনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি উক্ত উপবিধির অধীন কারন দর্শানের নোটিশ জারীর পূর্বে বা বিষয়টি নিস্পন্নাধীন থাকাকালে ও উক্ত লাইসেন্স সাময়িকভাবে বাতিলের আদেশ দিতে পারিবেন, তবে এইরুপ আদেশ ছয় মাসের অধিক বহাল থাকিবে না।

(৩) উপবিধি(১) এর অধীনে প্রদত্ত নোটিশের প্রেক্ষিতে লাইসেন্সধারী কোন বক্তব্য পেশ করিলে উহা বিবেচনান্তে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স বাতিল করিতে বা সাময়িক বাতিলের আদেশ, যদি থাকে, প্রত্যাহার করিতে বা উক্ত লঙ্ঘন সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য লাইসেন্সধারীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৪) গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার অধিকারে রাখার জন্য প্রদত্ত কোন লাইসেন্স উপবিধি(৩) এর অধীনে বাতিল করা হইলে উক্ত বাতিলকরন আদেশে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, বাতিলকরনের সময় বাতিলকৃত লাইসেন্সের অধীনে রক্ষিত উক্তরুপ কোন

সিলিন্ডার থাকিলে তৎসম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহন করিতে হইবে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিবেন এবং নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

৫১। আপীল।- (১) লাইসেন্স মঞ্জুর, সংশোধন বা নবায়নের আবেদন প্রত্যাখ্যানের আদেশ, অথবা লাইসেন্স সাময়িক বাতিল বা বাতিলের আদেশ, কোন বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত হইলে উহার বিরুদ্ধে প্রধান পরিদর্শকের নিকট এবং উক্ত আদেশ প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত হইলে উহার বিরুদ্ধে সরকারের নিকট আপীল করা যাইবে।

(২) বিরোধীয় আদেশ জারীর তারিখের ছয় সপ্তাহের মধ্যে উহার একটি অনুলিপিসহ আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে।

৫২। লাইসেন্স হারানো ইত্যাদি।- কোন লাইসেন্স হারাইয়া গেলে বা উহা কোন ভাবে বিনষ্ট হইলে লাইসেন্সধারী অনুমোদিত নকশা, যদি থাকে, এর অনুরুপ একটি নকশা এবং ১০০ (একশত) টাকা ফি সহ দরখাস্ত করিলে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তাহাকে একটি ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রদান করিবে।

৫৩। লাইসেন্স উপস্থাপন ইত্যাদি।- (১) বিধি ৫৫ এ উল্লিখিত কোন কর্মকর্তা কোন লাইসেন্স তলব করিলে লাইসেন্সধারী বা উক্ত লাইসেন্স এর বলে পরিচালিত কর্মকান্ডের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি লাইসেন্স বা উপবিধি(২) এর অধীন উহার একটি প্রামানিক অনুলিপি উপস্থাপন করিবেন।

(২) লাইসেন্সধারীর আবেদনক্রমে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সের প্রামানিক অনুলিপি প্রদান করিতে পারে, যদিঃ-

(ক) প্রতিটি অনুলিপির জন্য মুল লাইসেন্স ফিসের অর্ধেক ফিস প্রদান করা হয়; এবং

(খ) সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত নকশার অনুলিপি দাখিল করা হয়।

৫৪। ফিস জমা দেওয়ার পদ্ধতি।- এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রদেয় সকল ফিস "৬৫-কর ব্যতীত বিবিধ প্রাপ্তি, বিস্ফোরক বিভাগ" খাতে ট্রেজারী চালান মারফত জমা দিয়া চালানের মুল কপি (১ম কপি) দাখিল করিতে হইবে।

নবম পরিচ্ছেদ

ক্ষমতা

৫৫। অ্যাক্টের ৭(১) ধারার অধীন পরিদর্শন, আটক ইত্যাদি ক্ষমতা প্রয়োগকারী কর্মকর্তা।- নিম্নের ছকের প্রথম কলামে উল্লেখিথ যে কোন কর্মকর্তা উক্ত ছকের দ্বিতীয় কলামে উল্লিখিত এলাকার মধ্যে অ্যাক্টের ধারা ৭(১) এ উল্লেখিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেনঃ

কর্মকর্তা	এলাকা
(১) প্রধান পরিদর্শক,বিস্ফোরক পরিদর্শক, সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক।	সমগ্র বাংলাদেশ
(২) সমস্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	স্ব-স্ব জেলা

(৩) জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ সকল ম্যাজিস্ট্রেট	স্ব- স্ব অধিক্ষেত্র
(৪) পুলিশ কমিশনার ও তাঁহার অধীন এমন সকল পুলিশ কর্মকর্তা যাহাদের পদমর্যাদা ইন্সপেক্টররের নীচে নহে।	সংশ্লিষ্ট মেট্রোপলিটন এলাকা।
(৫) মেট্রোপলিটন এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকায়, সকল পুলিশ কর্মকর্তা যাহাদের পদমর্যাদা ইন্সপেক্টরের নীচে নহেঃ	স্ব-স্ব এলাকা

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদর্শক বা সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শকের উপদেশ অনুসরন ব্যতিরেকে কোন ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কর্মকর্তা কোন গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার হইতে গ্যাস অপসারন বা অন্যবিধভাবে ইহাকে নিষ্ক্রীয় করিতে পারিবেন না।

দশম পরিচ্ছেদ
দূর্ঘটনা ও তদন্ত

৫৬। দূর্ঘটনার নোটিশ।- কোন গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার হইতে অ্যাক্টের ৮(১) ধারায় উল্লেখিত ধরনের কোন বিস্ফোরক বা অগ্নিকান্ড (অতঃপর দূর্ঘটনা বলিয়া, উল্লেখিত) ঘটিলে উহার সংবাদ অবিলম্বে এবং সম্ভাব্য দ্রুততম পন্থায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নিকটতম থানা এবং প্রধান পরিদর্শকের নিকট প্রেরন করিতে হইবে।

৫৭। দূর্ঘটনার ধ্বংসাবশেষ অপসারন বিধি নিষেধ।- প্রধান পরিদর্শক অথবা তাহার প্রতিনিধি দূর্ঘটাস্থল পরিদর্শন না করা পর্যন্ত, অথবা প্রধান পরিদর্শক আর কোন তদন্ত বা পরীক্ষাকার্য চালাইতে ইচ্ছুক নন এই মর্মে কোন নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত, আহত ব্যক্তির পুনঃ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকলাপ ব্যতীত, দূর্ঘটনা স্থলের ধ্বংসাবশেষ অপরিবর্তিত অবস্থায় রাখিতে হইবে।

৫৮। দূর্ঘটনার তদন্ত।- (১) অ্যাক্টের ধারা ৯(১) এর অধীনে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তাহার অধীনস্থ অন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেট কোন তদন্তকর্য পরিচালনা শুরু করার পূর্বে দূর্ঘটনাস্থলের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রধান পরিদর্শক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিতে উক্তরুপ তদন্ত সম্পর্কে অন্যূন ৩ দিনের আগাম লিখিত নোটিশ প্রদান করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে, উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত সময় অপেক্ষা কম সময়ের নোটিশ প্রদান করিয়া তদন্ত শুরু করিতে পারিবেন।

(২) উপবিধি(১) এর অধীন অনুষ্ঠিতব্য তদন্ত প্রধান পরিদর্শক বা তাঁহার প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকিতে পারিলে তিনি উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে তাহার অপারগতার বিষয় অবিলম্বে জানাইয়া দিবেন এবং অনুরুপভাবে অবস্থিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তকার্য স্থগিত রাখিবেন।

(৩) তদন্তের সময় প্রধান পরিদর্শক বা তাহার প্রতিনিধি দূর্ঘটার সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে বা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, সরঞ্জাম বা অন্যান্য জিনিষপত্র পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি তাঁহার জিজ্ঞাসাবাদের উত্তর দিতে বা ক্ষেত্রবিশেষ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, সরঞ্জাম বা জিনিসপত্রের অধিকারী উহা উপস্থাপন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৪) এই বিধির অধীন অনুষ্ঠেয় তদন্তকার্য দূর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে এবং তদন্তকারী ম্যাজিষ্ট্রেট দূর্ঘটনার কারন এবং পরিস্থিতি বর্ননা করিয়া তদন্ত সমাপনের ১৫ দিনের মধ্যে তদন্তের একটি প্রতিবেদন সরকার ও প্রধান পরিদর্শকের নিকট প্রেরন করিবেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

দন্ড

৫৯। দন্ড।- (১) কোন ব্যক্তিঃ-

(ক) বিধি ২৭ এর বিধান লঙ্ঘনক্রমে বিনা লাইসেন্সে গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার আমদানী করিলে, অথবা বিনা লাইসেন্সে বা এই বিধিমালার কোন বিধান বা লাইসেন্সের কোন শর্ত লঙ্ঘনক্রমে সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি করিলে তিনি অন্যূন দুই বৎসর কিন্তু অনধিক ৫ বৎসর কারাদন্ডে এবং অনধিক ৫০,০০০ টাকা অর্থ দন্ডে ও দন্ডনীয় হইবেন; এবং উক্ত অর্থ দন্ড অনাদয়ী থাকিলে অতিরিক্ত অনধিক ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবে;

(খ) বিধি ৩৯ এর বিধান লঙ্ঘনক্রমে গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার বিনা লাইসেন্সে অধিকারে রাখিলে তিনি অন্যূন ৬ মাস কিন্তু অনধিক ২ বৎসর কারাদন্ডে এবং অনধিক ২০,০০০ টাকা অর্থ দন্ডে ও দন্ডনীয় হইবেন; এবং উক্ত অর্থ দন্ড অনাদায়ী থাকিলে অতিরিক্ত অনধিক ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(গ) বিধি ২৭ এর বিধান লঙ্ঘনক্রমে বিনা লাইসেন্সে খালি সিলিন্ডার আমদানী করিলে অথবা এই বিধিমালার অন্য কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অন্যূন তিন মাস কিন্তু অনধিক এক বৎসর কারাদন্ডে এবং অনধিক ১০,০০০ টাকা অর্থ দন্ডের দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত অর্থ দন্ড অনাদায়ী থাকিলে অতিরিক্ত অনধিক এক মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

ব্যাখ্যা– এই উপধারার উদ্দেশ্য পুরনকল্পে সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি বলিতে অ্যাক্টের ধারা ৮(১) এর তাৎপর্যাধীনে বিস্ফোরক তৈরীও (Manuafcturing) অর্ন্তভুক্ত হইবে।

(২) গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার হইতে অ্যাক্টের ৮(১) ধারায় উল্লিখিত ধরনের কোন দূর্ঘটনা ঘটিলে দূর্ঘটাস্থলের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি বা উক্ত সিলিন্ডার কোন যানে বাহিত হইলে সিলিন্ডারের মালিক, বিধি ৫৬(১) লঙ্ঘনক্রমে নোটিশ প্রদানে ব্যর্থ হইলে তিনি অ্যাক্টের ধারা ৮(২) অনুসারে দন্ডনীয় হইবেন।

৬০। কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।- বিধি ৫৯ এ উল্লিখিত কোন বিধান বা শর্ত লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি যদি কোন কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট উক্ত বিধান বা শর্ত লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গন্য হইবে, যদি না তিনি প্রমান করিতে পারেন যে, উক্ত লঙ্ঘন তাঁহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত লঙ্ঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা– এই ধারায়–

(ক) "কোম্পানী" বলিতে কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বানিজ্য সংস্থা, বানিজ্য প্রতিষ্ঠান, সমিতি বা সংগঠনকেও বুঝাইবে;

(খ) বানিজ্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে "পরিচালক" বলিতে কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
বিবিধ

৬০। গ্যাস সিলিণ্ডারের নিরাপত্তার জন্য নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।- প্রধান পরিদর্শক, প্রয়োজন মনে করিলে, কোন সিলিণ্ডারের নির্মাণ কারখানা, গ্যাস সিলিণ্ডার পরিবাহী যান বা গ্যাসপূর্ণ সিলিণ্ডার মজুদ প্রাঙ্গণ বা বিশেষ কোন গ্যাস সিলিণ্ডারের নিরাপত্তার জন্য সংশ্লিষ্ট কারখানা, যান, মজুদ প্রাঙ্গণ বা সিলিণ্ডারের মালিক বা লাইসেন্সধারী বা অনুমোদন বা অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তিকে অনুর্ধ ১৫ দিনের মধ্যে বিশেষ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৬১। রহিতকরন ইত্যাদি।- (১) এতদ্বারা Gas Cylinder Rules,1940 রহিত করা হইল।

(২) অনুরুপ রহিতকরন সত্বেও রহিত Rules এই অধীন প্রদত্ত অনুমোদন ৩০শে জুন, ১৯৯১ পর্যন্ত বহাল থাকিবে।

(৩) এই বিধিমালা প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে রহিত বিধিমালার অধীনে কোন বিষয় নিষ্পন্নাধীন থাকিলে উহা যতদুর সম্ভব এই বিধিমালার বিধান অনুসারে নিষ্পত্তি করা হইবে এবং অনুরুপ নিষ্পত্তিতে কোন অনুবিধা দেখা দিলে সরকার, লিখিত আদেশ দ্বারা উহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

তফসিল ১
ফরমসমুহ

ক ফরম
[গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৩(২) দ্রষ্টব্য]

সিলিন্ডার, ভালভ ও আনুষংগিক যন্ত্রাংশ নির্মানের অনুমতি লাভের দরখাস্ত

১। দরখাস্তকারীর নাম ও পূর্ন ঠিকানা ঃ

২। দরখাস্তকারী কোন স্টান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন/কোড ঃ

৩। পূর্ব অভিজ্ঞতার বিবরন– ঃ

(ক) নির্মিত সামগ্রীর নাম ঃ

(খ) নির্মিত সামগ্রী কাহাকে সরবরাহ করা হইয়াছিল

(গ) নির্মিত সামগ্রীর বিবরন (সংখ্যা,নির্মান তারিখ,

স্পেসিফিকেশন ইত্যাদি)। ঃ

৪। নিয়োজিত/নিয়োগযোগ্য কর্মচারীদের সংখ্যা,

অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য বিবরন। ঃ

৫। নির্মান প্রক্রিয়া ঃ

৬। নির্মিতব্য সামগ্রীর মান নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা ঃ

৭। রাসায়নিক ও যান্ত্রিক পরীক্ষনের জন্য স্থাপিত/

স্থাপনযোগ্য যন্ত্রপাতির বিশদ বিবরন। ঃ

৮। রেডিওগ্রাফিক/আল্ট্রাসনিক/অনুরুপ পরীক্ষন
সরঞ্জামাদির বিবরন। ঃ

৯। অতিরিক্ত তথ্য, যদি থাকে ঃ

বিঃ দ্রঃ– উপরোক্ত তথ্যাদি প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাইবে।

তারিখ ঃ-
আবেদনকারীর স্বাক্ষর
(পূর্ন
নামসহ)

ফরম 'খ'
[গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৪৩ (১) দ্রষ্টব্য]

সিলিন্ডার আমদানীর লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত

১। দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ

২। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার অধিকারে রাখার
লাইসেন্স নং ও উহা মঞ্জুর করার তারিখ ঃ

৩। দরখাস্তকারী যে প্রকার সিলিন্ডার আমদানী করিতে
ইচ্ছুক উহার বিবরণঃ

(১) সিলিন্ডারের সংখ্যা ঃ

(২)"সিলিন্ডারের স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশনের নাম ও নম্বর,
ধরন, রং ও জল ধারনক্ষমতা ইত্যাদি ঃ

(৩) প্রস্তুতকারীর নাম, নির্দেশক চিহ্ন বা সংক্ষিপ্ত নাম ঃ

(৪) নিরপেক্ষ পরিদর্শনকারীর নাম, নির্দেশক চিহ্ন বা সংক্ষিপ্ত নাম ঃ

(৫) ভাল্ভের স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন নং ঃ

(৬) সিলিন্ডার গ্যাসপূর্ন থাকিলে গ্যাসের প্রচলিত
ও রাসায়নিক নাম। ঃ

(৭) স্থায়ী গ্যাস বা দ্রব্যভূত এ্যাসিটিলিন গ্যাস দ্বারা
পূর্ন হইলে ১৫° সেঃ তাপমাত্রায় পূরণচাপ ঃ

(৮) তরলযোগ্য গ্যাস দ্বারা পূর্ন হইলে পূরণ অনুপাত ঃ

(৯) খালি সিলিন্ডার আমদানি করা হইলে, উহা যে গ্যাস
দ্বারা পূরণ করা হইবে উহার প্রচলিত ও রাসায়নিক নাম ঃ

(১০) সিলিন্ডারের নম্বর (রোটেশন নম্বর) ঃ

৪। যে স্থানে সিলিন্ডার রাখা হইবে উহার বিবরণ ঃ

৫। অতিরিক্ত তথ্য যদি থাকে ঃ

তারিখ ঃ---------- দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর

বিঃ দ্রঃ- প্রতিটি সিলিন্ডার ও ভাল্‌ভ সম্পর্কে নিরপেক্ষ পরিদর্শনকারীর প্রত্যয়নপত্র দরখাস্তের সহিত দাখিল করিতে হইবে।

ফরম গ

[গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৪৩(১) দ্রষ্টব্য]

সিলিণ্ডারে গ্যাস ভর্তি বা গ্যাসপূর্ণ সিলিণ্ডার অধিকারে রাখার লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত

১। দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ

২। যে প্রাঙ্গনে সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি করা হইবে
বা গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার অধিকারে রাখা হইবে
উহার অবস্থান– ঃ

জেলা ঃ

উপজেলা/থানা ঃ

শহন/গ্রাম ঃ

৩। যে গ্যাস সিলিন্ডারে ভর্তি করা হইবে/ যে গ্যাস দ্বারা
পূরনকৃত সিলিন্ডার অধিকারে রাখা হইবে সেই গ্যাসের
প্রকৃতি, প্রযোজ্যটির নাম লিখুন, যেমন– ঃ

(অ) তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস ঃ

(আ) দ্রবীভূত ও এ্যাসিটিলিন গ্যাস ঃ

(ই) তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম ও দ্রবীভূত এ্যাসিটিলিন
গ্যাস ব্যতীত অন্য কোন প্রজ্বলনীয় কিন্তু বিষাক্ত গ্যাস। ঃ

(ঈ) বিষাক্ত গ্যাস ঃ

(উ) অবিষাক্ত ও অপ্রজ্বলনীয় গ্যাস ঃ

৪। ক্রমিক নং ৩-এ উল্লিখিত গ্যাসের প্রচলিত ও
রাসায়নিক নাম। ঃ

৫। ক্রমিক নং ৩- এ উল্লিখিত গ্যাসের পরিমান ও
সিলিন্ডারের সংখ্যা। ঃ

তারিখঃ-------- দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর

ফরম ঘ
[গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা,১৯৯১ এর বিধি ৪৩(৫) দ্রষ্টব্য]

সিলিন্ডার আমদানীর লাইসেন্স

নং---------- ফিস----------

এতদ্বারা---------- কে, নিম্নবর্নিত সিলিন্ডার আমদানীর জন্য Explosives Act, 1884 (IV of 1884) এবং তদধীন প্রনীত গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা,১৯৯১ এর বিধানাবলী ও অত্র লাইসেন্সে উল্লেখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইল।

এই লাইসেন্স---------- তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

তারিখ ঃ ---------- প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ।

<u>সিলিন্ডারের বিবরন</u>

১। সিলিন্ডারের সংখ্যা ঃ

২। সিলিন্ডারের স্টান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন,
ধারন ও ধারন ক্ষমতা ইত্যাদি। ঃ

৩। প্রস্তুতকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ

৪। নিরপেক্ষ পরিদর্শনকারীর নাম, ঠিকানা ও প্রতীক ঃ

৫। ভালভের স্টান্ডার্ড স্পেসিফিকেশনের নাম ও নং ঃ

৬। সিলিন্ডারে পুরনকৃত গ্যাসের প্রচলিত ও রাসায়নিক নাম ঃ

৭। গ্যাসের পুরন-চাপ বা পুরন অনুপাত (যাহা প্রযোজ্য হয়) ঃ

৮। খালি সিলিন্ডার আমদানীর ক্ষেত্রে উহা যে গ্যাস
দ্বারা পূর্ন করা হইবে উহার প্রচলিত ও
রাসায়নিক নাম। ঃ

৯। সর্বশেষকৃত উদস্থিতি বা উদস্থিতি প্রসারন পরীক্ষার তারিখ ঃ

১০। সিলিন্ডারের নম্বর (রোটেশন নম্বর) ঃ

লাইসেন্সের শর্তাবলীঃ

১। যে বন্দর বা সীমান ফাঁড়ি দিয়া গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার আমদানী করা হয়, সেই বন্দর বা ফাঁড়ি হইতে উক্ত সিলিন্ডার অনুমোদিত প্রাঙ্গনে দ্রুত স্থানান্তর করিবার জন্য পূর্ব হইতেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখিতে হইবে।

২। গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার শূন্য হইলে, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে ভিন্ন কোন গ্যাস দ্বারা উহা পুনরায় পূর্ন করা যাইবে না।

ফরম ঙ

[গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৪৩(৫) দ্রষ্টব্য]

সিলিণ্ডারে গ্যাস ভর্তির লাইসেন্স

নং----------

ফিস----------

এতদ্বারা----------

কে,Explosives Act, 1884 (IV of 1884) এবং তদধীন প্রনীত গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা,১৯৯১ এর বিধানাবলী অপর পৃষ্ঠায় বর্নিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এতদসংযুক্ত নকসায় প্রদর্শিত ও নিম্নে বর্নিত প্রাঙ্গনে সিলিন্ডারে----------গ্যাস ভর্তি করার জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইল।

এই লাইসেন্স ৩১শে ডিসেম্বর,----------সাল বলবৎ থাকিবে।

তারিখ ঃ ----------

প্রধান বিস্ফোরক

পরিদর্শক, বাংলাদেশ।

লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গনের অবস্থান ও বর্ননা

নবায়নের তারিখ

মেয়াদ উর্ত্তীন হওয়ার তারিখ

লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

শর্তাবলীঃ

১। সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি করা, সিলিন্ডার মজুদ এবং তৎসংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে লাইসেন্সৃত প্রাঙ্গন ব্যবহার করা যাইবে না।

২। লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গনের কোন মৌলিক পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা যাইবে না।

৩। কোন সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি করা, যাইবে না যদি না-

(ক) এই ধরনের সিলিন্ডার প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক লিখিতভাবে অনুমোদিত হয়; এবং

(খ) সিলিন্ডারটি বিধি ৩২ অনুসারে পর্যবেক্ষন ও পরীক্ষন করা হয়।

৪। কোন সিলিন্ডারের ডিজাইন প্রেসারের অধিক চাপে বা উক্ত সিলিন্ডারের জন্য প্রযোজ্য পুরন অনুপাত অতিক্রম করিয়া উহাতে গ্যাস ভর্তি করা যাইবে না।

৫। কোন সিলিন্ডার বিধি ১০ এ বর্নিত সনাক্তকরন রঙ্গে রঞ্জিত করা না থাকিলে উহা কোন গ্যাস দ্বারা পূর্ন করা যাইবে না।

৬। ভিন্ন ভিন্ন গ্যাসের জন্য স্বতন্ত্র সংকোচনকারী ও পূরনকারী যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে।

৭। লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গনে প্রজ্বলনীয় গ্যাস ভর্তি করা হইলে অগ্নি নির্বাপনের উপযুক্ত ব্যবস্থা সর্বদা প্রস্তুত রাখিতে হইবে।

৮। লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গনে প্রজ্বলনীয় গ্যাস ভর্তি করা হইলে গ্যাস সংকোচন ও গ্যাস ভর্তির যন্ত্রের বহিঃসীমা হইতে চতুর্দিকে ১০ মিটারের মধ্যে কোন দালানকোঠা, বাড়ীঘর বা জনপথ থাকা চলিবে না।

৯। লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গনে অগ্নিকান্ড বা বিস্ফোরনের ফলে কোন ব্যক্তি মারা গেলে বা গুরুতরভাবে আহত হইলে বা কোন সম্পত্তি গুরুতর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে উক্ত দুর্ঘটনার সংবাদ অবিলম্বে এবং সম্ভাব্য পন্থায় প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং নিকটতম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জানাইতে হইবে। প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত দূর্ঘটনার তদন্ত করা হইবে না মর্মে তাহার নিকট হইতে অবহিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত দুর্ঘটনার ধ্বংসাবশেষ অপরিবর্তিত অবস্থায় রাখিতে হইবে। তবে আহত বা নিহত ব্যক্তিকে দুর্ঘটনাস্থল হইতে সরানো যাইবে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করা যাইবে।

১০। বিধি ৪১ এ উল্লেখিত পরিমানের দ্বিগুনের বেশী পরিমানে গ্যাস বা উক্ত বিধিতে উল্লেখিত সংখ্যক গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডারের দ্বিগুনের বেশী সংখ্যক গ্যাস পূর্ন সিলিন্ডার লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গনে ২৪ ঘন্টার অধিক ধরিয়া রাখা হইলে উক্ত প্রাঙ্গনে 'চ' ফরমে (গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার অধিকারে রাখার লাইসেন্স) বর্নিত শর্তাবলীর ২-৭ নং শর্তাবলী পালন করিতে হইবে।

১১। প্রতিটি সিলিণ্ডারে গ্যাস ভর্তির পূর্বে উহার ভাল্‌ভসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি ও ফিটিংস সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিতে হইবে যাহাতে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানাবলী প্রতিপালন নিশ্চিত হয় এবং গ্যাস ভর্তির জন্য উপযুক্ত বলিয়া গণ্য করিবার পূর্বে সম্পূর্ণ সিলিণ্ডার খালি করিতে হইবে।

১২। সিলিণ্ডার গ্যাস ভর্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী এমন একজন ব্যক্তির সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে যিনি গ্যাস সিলিণ্ডার বিধিমালা, ১৯৯১এর বিধানাবলী এবং বিশেষভাবে সিলিণ্ডার হইতে সম্ভাব্য বিপদ, গ্যাস ভর্তির বিধানাবলী, পর্যাবৃত্ত পরীক্ষণ ও পরির্দশনের উদ্দেশ্য ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন।

১৩। দাহ্য গ্যাস সিলিণ্ডারে ভর্তি এবং সংকোচন করিবার জন্য লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে স্থাপিত বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি যেমন– মোটর, সুইচ ইত্যাদি বি,এস ৪৬৮৩ অনুসারে অগ্নিনিরোধী হইতে হইবে।

১৪। সিলিণ্ডারে গ্যাস ভর্তির সময় লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে আগুন বা কৃত্রিম আলো বা দাহ্য গ্যাসে আগুন ধরাইতে সক্ষম এমন কোন বস্তু আনা বা রাখা যাইবে না, তবে প্রয়োজনে অগ্নিনিরোধী টর্চলাইট ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ফরম 'চ'

[গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৪৩(৫) দ্রষ্টব্য]

গ্যাসপূর্ণ সিলিণ্ডার অধিকারে রাখার লাইসেন্স

নং---------- ফিস--

এতদ্বারা----------

কে,Explosives Act, 1884 (IV of 1884) এবং তদধীন প্রনীত গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা,১৯৯১ এর বিধানাবলী অপর পৃষ্ঠায় বর্নিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, এতদসংযুক্ত নকসায় প্রদর্শিত ও নিম্নে বর্নিত প্রাঙ্গনে ----------গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার অধিকারে রাখার লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইল।

এই লাইসেন্স ৩১শে ডিসেম্বর,----------সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

তারিখ ঃ ----------, ১৯

নকসা নং---------- তারিখ ----------

লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ।

লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গনের অবস্থান ও বর্ননা

নবায়নের তারিখ মেয়াদ উর্ত্তীন হওয়ার তারিখ লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

শর্তাবলীঃ

১। গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার মজুদ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে লাইসন্সকৃত প্রাঙ্গন ব্যাবহার করা যাইবে না।

২। অদাহ্য বস্তু দ্বারা নির্মিত মজুদাগারে গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার মজুদ করিতে হইবে। তবে অপ্রজ্বলনীয় গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার মজুদ করা হইলে মজুদাগারের দরজা, জানালা ও অন্যান্য ফিটিংস দাহ্য পদার্থের তৈরী হইলেও চলিবে।

৩। মজুদাগার হইতে বায়ু নির্গমনের জন্য উহার মেঝের কাছাকাছি দেয়াল এবং ছাদে বা ছাদসংলগ্ন দেয়ালে পর্যাপ্ত নির্গমন পথ থাকিবে। কোন মজুদাগার এল, পি, জি, গ্যাস মজুদের জন্য ব্যবহৃত হইলে বায়ু নির্গমন পথগুলি তামার তৈরী জাল বা অনুরুপ জালদ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে; এইরুপ জালের প্রতি সেন্টিমিটারে অন্যূন **১১**টি ফাঁস থাকিবে।

৪। লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতীত লাইসেন্স প্রাঙ্গনে কোন মৌলিক পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা যাইবে না।

৫। ১০০ হইতে ৫০০ কিলোগ্রাম তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের মজুদাগার কোন ভবনের অংশ বিশেষ বা উহার সংলগ্ন হইলে, মজুদাগার উক্ত ভবন হইতে মজবুত প্রাচীর দ্বারা পৃথকীকৃত হইতে হইবে এবং মজুদাগারে প্রবেশের জন্য সরাসরি এবং স্বতন্ত্র পথ থাকিবে। এইরুপ মজুদাগার সিঁড়ির নীচে অবস্থিত হইবে না।

৬। ৫০০ কিলোগ্রামের অধিক তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের মজুদাগার এবং কোন ভবন, জনসমাগমস্থল বা রাস্তার মধ্যে নিম্নলিখিত ফাঁকা দুরত্ব বজায় রাখিতে হইবে এবং উক্ত ফাঁকা জায়গায় কোন অননুমোদিত লোকজন প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইবে না ঃ

গ্যাসের পরিমান (কিলোগ্রাম)		নূন্যতম দুরত্ব (মিটারে)
৫০১-১০০০	..	৩
১০০১-৪০০০	..	৫
৪০০১-৮০০০	..	৭
৮০০১-১২০০০	..	৯
১২০০০ এর উর্দ্ধে		১০ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উপরোক্ত দুরত্ব প্রধান পরিদর্শক হ্রাস করিতে পারেন, যদি হ্রাসকৃত দুরত্বের শেষপ্রান্তে (ক) প্রাচীর দেওয়া হয় বা অন্য কোন বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হয়, অথবা (খ) বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারনে প্রধান পরিদর্শক সন্তষ্ট হন যে, এইরুপ হ্রাসকরন যথার্থ।

৭। লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গনে প্রজ্বলনীয় গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার মজুদ করা হইলে, উহাতে অগ্নি নির্বাপনের উপযুক্ত ব্যবস্থা সর্বদা প্রস্তুত রাখিতে হইবে।

৮। যতদুর সম্ভব ভিন্ন প্রকৃতির গ্যাস সিলিন্ডার ভিন্ন মজুদাগারে মজুদ করিতে হইবে, তবে নিতান্ত প্রয়োজনে উক্তরূপ সিলিণ্ডার একই মজুদাগারে মজুদ করিতে হইলে গ্যাসের প্রকৃতি বিবেচনায় সিলিণ্ডারসমূহ একত্রে দলভুক্ত করিয়া মজুদ করিতে হইবে। যেমন- দাহ্য গ্যাসপূর্ণ সিলিণ্ডার জারণ ধর্ম বিশিষ্ট গ্যাসপূর্ণ সিলিণ্ডার হইতে অন্যূন এক মিটার দূরত্বে রাখিতে হইবে অথবা

উহাদের মধ্যবর্তী স্থানে অগ্নিনিরোধী পার্টিশন দেওয়াল দ্বারা উহাদিগকে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে এবং বিষাক্ত গ্যাসপর্ণ সিলিণ্ডারকে অবিষাক্ত গ্যাসপূর্ণ সিলিণ্ডার হইতে যথোপযুক্ত পার্টিশন দেওয়াল দ্বারা পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে।

৯। পাতলা পুরুত্ব বিশিষ্ট সিলিণ্ডার আনুভূমিক অবস্থায় স্তুপ করিয়া রাখা যাইবে না, তবে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসপূর্ণ সিলিণ্ডারের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে স্তুপ করা যাইতে পারেঃ

(ক) উলম্বভাবে স্তুপাকারে সিলিণ্ডার মজুদ করা হইলে স্তুপ তিন স্তরের অধিক হইবে না;

(খ) আনুভূমিকভাবে স্তুপাকারে সিলিণ্ডার মজুদ করা হইলে গ্যাসপূর্ণ সিলিণ্ডারের ক্ষেত্রে স্তুপ পাঁচ স্তরের অধিক এবং খালি সিলিণ্ডারের ক্ষেত্রে সাত স্তরের অধিক হইবে না;

(গ) সিলিণ্ডারের স্তুপ যাহাতে নড়াচড়া করিতে না পারে সেইজন্য স্তুপকৃত সিলিণ্ডারের পিছনদিকে শক্ত কাঠ ব্যবহার করিতে হইবে;

(ঘ) মজুদাগারে সহজে প্রবেশ এবং স্বাচ্ছন্দ্যে সিলিণ্ডার স্থানান্তর করিবার সুবিধার্থে একক অথবা যুগল সারি বিশিষ্ট এক স্তুপ হইতে অন্য স্তুপ এবং কোন স্তুপ হইতে দেওয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে অন্যূন ৬০ সেন্টিমিটার প্রশস্থ চলাফেরার পথ রাখিতে হইবে।

১০। গ্যাসের প্রকৃত রাসায়নিক নাম এবং এই লাইসেন্সের নম্বর স্পষ্টভাবে মজুদাগারে সহজে দৃশ্যমান স্থানে টাঙ্গাইয়া রাখিতে হইবে।

১১। মজুদাগার সর্বদা এমন একজন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকিবে যিনি এই লাইসেন্সের শর্তাবলী সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখেন ।

১২। লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজন মনে করিলে, সিলিণ্ডার মজুদাগারের নিরাপত্তার জন্য এমন কোন মেরামত বা পরিবর্তন করিবার জন্য যদি লাইসেন্সধারীকে লিখিত নির্দেশ প্রদান করেন, তবে লাইসেন্সধারী উক্ত নোটিশের নির্দিষ্ট মেয়াদ, যাহা নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে এক মাসের কম নহে, এর মধ্যে মজুদাগারের উক্তরূপ মেরামত কার্য সম্পন্ন করিবেন।

১৩। লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে অগ্নিকান্ড বা বিস্ফোরণের ফলে কোন ব্যক্তি মারা গেলে বা গুরুতরভাবে আহত হইলে বা কোন সম্পত্তি গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে উক্ত দুর্ঘটনার সংবাদ অবিলম্বে এবং সম্ভাব্য পন্থায় প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং নিকটতম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জানাইতে হইবে। প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত দুর্ঘটনার তদন্ত করা হইবে না এবং উক্তরূপ অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত দুর্ঘটনাস্থল এবং ধ্বংসাবশেষ অপরিবর্তিত অবস্থায় রাখিতে হইবে। তবে আহত বা নিহত ব্যক্তিকে দুর্ঘটনাস্থল হইতে সরানো যাইবে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করা যাইবে।

১৪। অগ্নিচুল্লি, তাপ বা আলোর কোন উৎস মজুদাগারে এবং শর্ত নং ৫ এ উল্লিখিত নিরাপদ দূরত্বের মধ্যে স্থাপন করা যাইবে না, তবে অগ্নিনিরোধী বৈদ্যুতিক বাতি বা অনুরূপ সরঞ্জামাদি স্থাপন করা যাইতে পারে।

১৫। মজুদ প্রাঙ্গণে কেহ ধূমপান করিতে পারিবে না অথবা দিয়াশলাই, ফিউজ বা অগ্নিস্ফুলিংগ সৃষ্টিকারী কোন যন্ত্র বহন করিতে পারিবে না। সহজে দৃষ্টিগোচর হয় মজুদাগারে এমন কোন স্থানে বাংলায় এবং ইংরেজীতে স্পষ্টভাবে "ধূমপান নিষিদ্ধ" বিষয়ক সতর্কিকরণ বিজ্ঞপ্তির বোর্ড ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে।

তফসিল-২

[গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৪(খ) দ্রষ্টব্য]

নিরপেক্ষ পরিদর্শনকারী কর্তৃক সিলিন্ডার ও ভালভ পরিদর্শন ও পরীক্ষনান্তে প্রদেয় প্রত্যায়ন পত্রে উল্লেখনীয় তথ্যাদি।

ক- সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে-

১। নিরপেক্ষ পরিদর্শনকারীর নাম, ঠিকানা ও প্রতীক ঃ

২। পরিদর্শনের স্থান ও তারিখ ঃ

৩। সিলিন্ডারের নম্বর/নম্বরসমুহ ঃ

৪। সিলিন্ডার প্রস্তুতকারীর নাম,ঠিকানা ও প্রতীক ঃ

৫। সিলিন্ডার যে স্টান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন/কোড
অনুসারে তৈরী উহার নাম ও নম্বর ঃ

৬। সিলিন্ডারের ধরন, বহিব্যাস উচ্চতা, জল ধারন ক্ষমতা ও
টেয়ার ওজন। ঃ

৭। সিলিন্ডারের গাত্রের নিম্নতম পুরত্ব ঃ

৮। সিলিন্ডারের প্রস্তুত প্রক্রিয়া ঃ

৯। সিলিন্ডারের ডিজাইন প্রেসার ঃ

১০। উদস্থিতি/উদস্থিতি প্রসারন পরীক্ষন এর তারিখ, পরীক্ষা
চাপ ও ফলাফল। ঃ

১১। সিলিন্ডার প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত ধাতব উপকরনের নাম ও
শতকরা হার। ঃ

১২। সিলিন্ডার প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত ধাতব পদার্থের ভৌত বৈশিষ্ঠ্য ঃ

১৩। অতিরিক্ত তথ্য, যদি থাকে ঃ

খ- ভালভের ক্ষেত্রে-

১। নিরপেক্ষ পরিদর্শনকারীর নাম, ঠিকানা ও প্রতীক ঃ

২। পরিদর্শনের স্থান ও তারিখ ঃ

৩। ভালভ প্রস্তুতকারীর নাম, ঠিকানা ও প্রতীক ঃ

৪। ভালভ যে স্টান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন অনুসারে প্রস্তুত করা
হইয়াছে উহার নাম ও নম্বর। ঃ

৫। ভালভের টেনসাইল ষ্ট্রেংথ ও উহার বিভিন্ন অংশের চাক্ষুষ
পরীক্ষার ফলাফল। ঃ

৬। অতিরিক্ত তথ্য, যদি থাকে ঃ

তফসিল -৩

[গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা,১৯৯১ এর বিধি ৩৩(২) দ্রষ্টব্য]

সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি

১। সাধারন শর্ত ।– সিলিন্ডারের নিরাপদ পরিচালন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষনের জন্য পর্যাপ্ত সরঞ্জামাদি থাকিবে।

২। ব্যবস্থাপক ।- পরীক্ষা কার্য্য পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি (অতঃপর ব্যবস্থাপক বলিয়া উল্লিখিত) যথাযথ যোগ্যতা সম্পন্ন হইবেন। সিলিন্ডার হইতে সম্ভাব্য বিপদ, পরীক্ষন ও পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে, পরীক্ষা প্রনালী, সরঞ্জাম ও পরীক্ষার ফলাফল লিপিবদ্ধকরনের উপর তাহার প্রশিক্ষন থাকিতে হইবে। তাহা ছাড়া পরীক্ষা কেন্দ্রের সহিত সংশ্লিষ্ট যান্ত্রিক প্রকৌশলগত বা রাসায়নিক প্রকৌশলগত বিষয়ে এবং যে গ্যাসের সিলিন্ডারের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র অনুমোদন করা হইয়াছে সেই গ্যাসে ও সিলিন্ডারের ক্ষেত্রের প্রযোজ্য স্টান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন, কোড বা বিধানাবলী সম্পর্কে ও তাহার সম্যক জ্ঞান থাকিতে হইবে।

৩। কর্মচারী ।- পরীক্ষা কেন্দ্রে সিলিন্ডার পরিদর্শন ও পরীক্ষন কাজে নিয়োজিত প্রত্যেক কর্মচারী তাহার নিজ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অধিকারী হইবেন এবং তাহার কাজের সহিত জড়িত সম্ভাব্য বিপদ এবং উক্ত বিপদের সময় করনীয় সম্পর্কে তাহার সম্যক জ্ঞান থাকিতে হইবে।

৪। সরঞ্জাম ।- পরীক্ষা কেন্দ্রে নিম্নবর্নিত সরঞ্জামাদি থাকিতে হইবে ঃ-

(ক) যে সিলিন্ডার পরীক্ষা করার জন্য পরীক্ষা কেন্দ্রটি অনুমোদিত হইয়াছে সেই সিলিন্ডার সংক্রান্ত স্টান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন বা কোড এবং গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ এর একটি করিয়া অনুলিপি;

(খ) উদস্থিতি /উদস্থিতি প্রসারন পরীক্ষনের জন্য বৃটিশ স্টান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন নং ৫৪৩০ -তে উল্লেখিত যন্ত্রপাতি;

(গ) দ্রবীভূত এ্যাসিটিলিন গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষার জন্য বৃটিশ স্টান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন নং ৬০৭১ -এ উল্লিখিত যন্ত্রপাতি;

(ঘ) সিলিন্ডারের অভ্যন্তর ভাগ পর্যবেক্ষনের জন্য প্রয়োজনীয় নিম্ন ভোল্টেজ বাতি;

(ঙ) ওজন লইবার সরঞ্জাম;

(চ) সিলিন্ডার নড়া চড়া (handling) করিবার পর্যাপ্ত সরঞ্জাম;

(ছ) সিলিন্ডারের অভ্যন্তরস্থ গ্যাস নির্গমন করানোর জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম;

(জ) সিলিন্ডারের অভ্যন্তরভাগ শুষ্ক করিবার সরঞ্জাম;

(ঝ) চিহ্নিতকরন ও ছাপ মারার সরঞ্জাম;

(ঞ) এই বিধিমালা বা সংশ্লিষ্ট স্টান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন অনুসারে কোন পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অন্য কোন সরঞ্জান।

৫। অন্যান্য সুবিধাদি ।- (১) গ্যাস সিলিন্ডারের বাহ্যিক পরীক্ষার জন্য পরীক্ষা কেন্দ্রে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(২) অব্যবহৃত গ্যাস সিলিন্ডার হইতে অপসারনের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্রে এইরুপ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকিবে যাহাতে নির্গত গ্যাস হইতে কোন উৎপাত বা বিপদের সম্ভাবনা না থাকে।

(৩) পরীক্ষা কেন্দ্রের কার্যাদি পরিচালনার জন্য ইহাতে পর্যাপ্ত জায়গা থাকিবে।

(৪) পরীক্ষা কেন্দ্রকে যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন ও শুষ্ক রাখিতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

তফসিল -৪
[গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা,১৯৯১ এর বিধি ৪৩ (১) ও ৪৩(২) দ্রষ্টব্য]
লাইসেন্স ফিস ও লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ

ক্রমিক নং	লাইসেন্স ফরম	লাইসেন্সের উদ্দেশ্য	লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ	লাইসেন্স ফিস (টাকায়)
১	২	৩	৪	৫
১	"ঘ"	গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার অথবা খালি সিলিন্ডার আমদানী।	প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক।	প্রথম ১০০টি সিলিন্ডার পর্যন্ত টাকা ৫০০। ১০০টির অতিরিক্ত প্রতি সিলিন্ডার বা তদপেক্ষা কমসংখ্যক সিলিন্ডারের জন্য টাকা ২৫০।
২	"ঙ"	সিলিন্ডারে গ্যাস পূরন।	প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক।	পূরনযোগ্য প্রত্যেক প্রকারের গ্যাস, যথা: (অ) তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস,(আ) দ্রবীভূত এ্যাসিটিলিন গ্যাস,(ই) তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম এবং দ্রবীভূত এ্যাসিটিলিন গ্যাস ব্যতীত অন্য কোন প্রজ্বলনীয় কিন্তু অবিষাক্ত গ্যাস,(ঈ) বিষাক্ত গ্যাস,(উ) অবিষাক্ত ও অপ্রজ্বলনীয় গ্যাস এর প্রত্যেকটির জন্য টাকা ৫০০০।
৩	"চ"	গ্যাসপূর্ন সিলিন্ডার অধিকারে রাখা।	প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন বিস্ফোরক পরিদর্শক।	(অ)তরলীকৃত পট্রেলিয়াম গ্যাসের জন্য ১০০ কিঃ গ্রামের বেশী কিন্তু ৫০০ কিঃ গ্রামের বেশী নয় টাকা ১০০০। অতিরিক্ত প্রতি ৫০০ কিঃ গ্রাম বা উহার অংশ বিশেষ টাকা ৫০০। (আ) দ্রবীভূথ এ্যাসিটিলিন গ্যাসের ক্ষেত্রে ১০টি সিলিন্ডারের বেশী কিন্তু ১০০টির বেশী নহে টাকা ৫০০। অতিরিক্ত প্রতি ১০০ বা তদপেক্ষা কম সংখ্যক সিলিন্ডারের জন্য টাকা ২৫০।

(ই)তরলীকৃত পট্রোলিয়াম এবং দ্রবীভূত এ্যাসিটিলিন গ্যাস ব্যতীত অন্য কোন প্রজ্বলনীয় কিন্তু অবিষাক্ত গ্যাসের জন্য ১০০ কিঃ গ্রামের বেশী কিন্তু ৫০০ কিঃ গ্রামের বেশী নয় টাকা ১০০০।

অতিরিক্ত প্রতি ৫০০ কিঃ গ্রাম বা উহার অংশ বিশেষ টাকা ৫০০।

(ঈ) বিষাক্ত গ্যাসের ক্ষেত্রে ৫টি সিলিন্ডারের বেশী কিন্তু ১০০টির বেশী নয় টাকা ১০০।

অতিরিক্ত প্রতি ৫০০ বা তদপেক্ষা কম সংখ্যক সিলিন্ডারের জন্য টাকা ২৫০।

(উ) অবিষাক্ত ও অপ্রজ্বলনীয় গ্যাসের ক্ষেত্রে, ২০টি সিলিন্ডারের বেশী কিন্তু ১০০টির বেশী নয় টাকা ৫০০।

অতিরিক্ত প্রতি ১০০ বা তদপেক্ষা কম সংখ্যক সিলিন্ডারের জন্য টাকা ২৫০।